বুকলেট ৪ :

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ তৈরী

Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ৪

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ তৈরী

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

এই বুকলেটটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শেখার ধারণার কত পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের শ্রেণীকক্ষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং কিভাবে শিখনকে সবার জন্য অর্থপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে এ বুকলেট আপনাকে প্রয়োজনীয় ধারণা দেবে।

টুলস

৪.১ শিখন ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা.....৩
শিখন এবং শেখানো.....৩
শিশু কিভাবে শেখে.....৫
৪.২ শ্রেণীকক্ষের ভিন্নতা নিয়ে কাজ করা..... ১৭
ভিন্নতাকে মূল্য দেওয়া ও উৎসাহিত করা..... ১৭
শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন চিন্তা, শিখন ও জানা'র সমাবেশ করা..... ১৯
ভিন্নতার প্রতি চ্যালেঞ্জ.....২২
শিক্ষাক্রম ও শিখন উপকরণে পক্ষপাতিত্ব..... ৩০
জেন্ডার ও শিক্ষণ.....৩৫
ভিন্নতা ও প্রতিবন্ধিতা.....৩৭
যৌন রোগ (এইচআইভি/এইডস) ও বৈষম্য..... ৪৬
৪.৩ সবার জন্য শিখনকে অর্থপূর্ণ করা.....৪৮
জীবনের জন্য শেখা.....৪৮
অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী.....৫০
জেন্ডার-সংবেদনশীল শিখন অভিজ্ঞতা তৈরী.....৫৩
সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন.....৭৫
গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষাকে সবার জন্য অর্থপূর্ণ করা.....৬১
৪.৪ আমরা কি শিখেছি.....৭৮

টুল ৪.১
শিখন ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা

শিখন ও শিক্ষণ

এই টুলকিটের শুরুতে আমরা বলেছিলাম একীভূত বলতে শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী শিশুকে অন্তর্ভুক্তি বোঝায় না বরং নানা প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সমস্ত শিশুদের বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে এসমস্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে পুরো চ্যালেঞ্জের একটি অংশ মাত্র। চ্যালেঞ্জের বাকী অংশ হচ্ছে, এ সমস্ত শিশুদের তথা শ্রেণীকক্ষ থেকে বাদ পড়া শিশু বা শ্রেণীকক্ষে শিখন তৎপরতায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ও তাদের চাহিদা মেটানো।

আমাদের শিক্ষার্থীরা যেভাবে শেখে এবং যত ধরনের শিক্ষার্থীদের আমরা শেখাই সেদিক থেকে বলা যায় আমাদের শ্রেণীকক্ষ যথেষ্ট বৈচিত্র্যমন্ডিত। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, বংশানুক্রমে, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ কিংবা ব্যক্তিত্বের কারণে শিশুরা **নানা ভাবে শেখে**। সে কারণে, শিশুদের পৃথক শিখন চাহিদা পূরণে আমাদের **বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ও কার্যক্রম** অনুসরণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত: এ ধারনাটি ভীতিকর হতে পারে ।

আপনাদের মধ্যে যারা বড় ক্লাস নিয়ে কাজ করেন তাদের অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন "আমার ক্লাসের ৫০ জনেরও বেশী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে নজর দিতে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করব?" আসলে এজন্যেও আমাদের কেউ কেউ মুখস্থ বিদ্যাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে কোন পাঠ বার বার বলতে থাকি অপরদিকে শিক্ষার্থীরাও তা আমাদের সামনে পুনরাবৃত্তি করে যাতে পাঠ মনে থাকে। এতে হয়তো একটি বড় ক্লাস পরিচালনা করা সহজ হয় কিন্তু সত্যি বলতে কি এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের এবং আমাদের জন্য খুবই একঘেঁয়ে কাজ। মুখস্থ বিদ্যা চর্চার ফলে কোন না কোন সময় আমরা শিখন-শিক্ষণ কাজে সকল আনন্দ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।

এ অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উচিত সব শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষণ কাজে নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়মিতভাবে ক্লাসে ব্যবহার করা। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন লেখাপড়া করতে গিয়ে মজা পাবে তেমনি সব শিক্ষার্থীই শিখন কাজে অংশ নিতে পারবে। কিছু কিছু শিক্ষক অবশ্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং তাদের কাছে শিক্ষকতা অনেক বেশী ফলপ্রসূ ও আনন্দপূর্ণ।

শিখা ছন্দা ময়মনসিংহের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এ স্কুলে ক'বছর ধরেই তিনি শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাঁর ক্লাসের বাচ্চাদের পড়া লেখার ব্যাপারে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর বাচ্চারা ৬-১০ বছর বয়সী। আইডিয়াল (IDEAL) প্রজেক্টের অধীনে তিনি শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর নতুন নতুন ধারণা শিখছিলেন এবং সে অনুযায়ী তার ক্লাসে তা প্রয়োগও করছিলেন। এর ফলাফলে তিনি রীতিমত খুশী।

"আইডিয়াল প্রজেক্টের মাধ্যমে আমি আধুনিক শিক্ষণ-শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জানতে পারি এবং তা আমার ক্লাশে প্রয়োগ করি। ফলে পার্থক্য খুব পরিষ্কার মনে হচ্ছে এখন। আগে, আমার বাচ্চারা একটানা কথা শুনতে শুনতে খুব দ্রুত ক্লান্ত ও নির্জীব হয়ে পড়ত। এখন তারা ক্লাসে অনেক মজা পাচ্ছে আর তাদের লাজুক ভাব টুকু একদম কেটে গেছে"।[১]

অভিব্যক্তির প্রতিফলন করুন: আপনি কিভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন?

মনে করে দেখুন, স্কুল জীবনে আপনি কিভাবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং কিভাবে আপনি শিক্ষক হিসেবে শেখানোর জন্য শিখেছেন। সেসব সময়ের শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আপনার অনুভূতির কথা নিচে লিখুনঃ

	ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি	মন্তব্য- এ পদ্ধতিসমূহ কি শিক্ষক-নির্দেশিত নাকি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ছিল?
আপনি যখন স্কুলে ছিলেন		
শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলাকালে		

[১] গঁষঃরঢ়ষব ডধুং ড়ভ ঞবধপযরহম ধহফ ষবধৎহরহম রহ ইধহমষধফবংয, যঃঃঢ়://াাা.হরপবভ.ড়ৎম/ঃবধপযবৎং/ভড়ৎঁস/০৩০১.যঃস

উপরোক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতির কোনটি আপনার শিখনে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছিল? আপনি কি আপনার শ্রেণীকক্ষে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন? আপনার শিক্ষার্থীরা এসব পদ্ধতিতে কেমন সাড়া দিচ্ছে? তারা কি এতে সক্রিয়ভাবে এবং হাসিখুশী হয়ে শেখে নাকি শুধুমাত্র চুপ করে বসে আপনার কথা শোনে? তারা পরীক্ষা, কুইজ ও অন্যান্য মূল্যায়ণ পরীক্ষায় কেমন করছে ?

শিশু কিভাবে শেখে:

কোন শিশুই 'শিখন প্রতিবন্ধী' নয়। সঠিক পরিবেশ পেলে, সব শিশুই-মেয়ে ও ছেলে উভয়েই কার্যকরভাবে শিখতে পারে বিশেষত যখন তারা 'কাজের মাধ্যমে শেখে'।

আমাদের অনেকেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আহরণ ও বাস্তবে কাজ করার মাধ্যমে শেখে। বস্তুত যখন আমরা বলি 'সক্রিয় শিখন' 'শিখনে শিশুর অংশগ্রহণ বা অংশগ্রহণমূলক শিখন' তখন আমরা কাজের মাধ্যমে শেখার কথাই বলি। এতে শিশু বিভিন্ন তৎপরতা ও শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য জানতে পারে। এ তৎপরতা সমূহ শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্ক তাদেরকে শিখন বিষয়কে দ্রুত আয়ত্ব করতে সহায়ক হয় এবং পরবর্তীতে তারা শিখনকে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

এছাড়াও শিশুদের শেখার আর কি কি উপায় রয়েছে? এ আলাদা উপায়সমূহ জানা থাকলে শিশুদের তথা আমাদের জন্য কার্যকর ও অর্থপূর্ণ শিখন তৎপরতা উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের শিখন তৎপরতা যেসব শিখন বা স্কুল বহির্ভূত শিশুদের আমরা একীভূত শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসি তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

ইন্দ্রিয়গত বা সংবেদনশীল শিখন ঃ দেখা, শোনা ও গতিশীলতা

আপনার শিক্ষার্থীরা যখন সকালে প্রথম শ্রেণীকক্ষে আসে তখন কি করে? আশা করা যায়, তারা প্রথমে আপনার দিকে তাকায় (দেখা), তারপর আপনার বক্তৃতা শোনে (শব্দ) এবং দেখে যে, আপনি ও অন্যান্যরা ক্লাসে কিভাবে চলাফেরা করছেন। এগুলো হচ্ছে সবই শিখন।

এ তিন ধরনের সংবেদন - দেখা, শব্দ ও গতিশীলতা এর সবই শিশুর শিখনের জন্য সবিশেষ জরুরী।
প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের অ-প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের মত একইভাবে শেখে।
তবে প্রতিবন্ধী শিশুদের ইন্দ্রিয়গত যে কোন একটি সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে তারা ধীরে শেখে।

আমরা অনেকেই জানি, যে শিশু যখন কিছু শোনে তখন ৩০% শেখে, ৩৩% শিশু শেখে যখন কিছু

দেখে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ৩৭% শিশু শেখে কারোর নড়া চড়া বা শারিরীক ভঙ্গি থেকে। প্রবাদে আছে, "যখন শুনি তখন ভুলি, যখন দেখি মনে রাখি, যখন করি তখন বুঝতে পারি"। এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা মুখে বলে আমাদের শিক্ষার্থীদের শেখাই তখন শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী তা থেকে শিখতে পারে। একই অবস্থা হয় যখন আমরা তাদের খাতায় কোন কিছু লিখতে বলি।

ময়মনসিংহের শিখা এখন জানেন যে, বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন উপায়ে শেখে, সে জন্য তিনি তার শিক্ষণ পদ্ধতিতেও এনেছেন বৈচিত্র্য । "আমরা এখন শুধুমাত্র চক আর বোর্ড পদ্ধতিই ব্যবহার করি না। আমরা এখন বাচ্চাদের গান, নাচ, আবৃত্তি এবং অভিনয় করাই আর এতে বাচ্চারা খুব মজা পাচ্ছে আর আনন্দের সঙ্গে শিখছে সব কিছু"।

আমরা শিক্ষকরা যখন পাঠ পরিকল্পনা করি তখন এতে দৃশ্য উপকরণ (যেমন পোস্টার, ড্রয়িং ইত্যাদি) ব্যবহার করার সুযোগ রাখা উচিত। এছাড়াও আলোচনা (শোনা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা) এবং শারিরীক অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া (যেমন প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অভিনয় বা নাচ ইত্যাদিও) পাঠ পরিকল্পনায় থাকলে ভাল হয়।

মনে রাখতে হবে, কোন কোন শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে এবং তারা স্বাভাবিক বাচ্চাদের মত শিখতে পারে না। নিজেকে প্রশ্ন করুন 'তাদের জন্য কোন ধরনের কাজ প্রাসঙ্গিক হবে এবং একজন শিক্ষক হিসেবে শিখন তৎপরতাকে সব শিক্ষার্থীর উপযোগী করে কিভাবে তৈরী করতে পারি?

শিখনের নানা উপায়ঃ

আমরা জানি কিছু শিশু পাঠ করে ও লিখে শেখে, কেউ কেউ দৃশ্য উপকরণ দেখে শেখে আবার কোন শিশু শারিরীক অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া (যেমন নাচ, খেলাধূলা) বা গান শুনে শেখে। কেউ নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পছন্দ করে, আবার কেউ অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সমস্যার সমাধান করতে চায়। একইভাবে, শিশুরাও নানাভাবে শেখে।

যদি আমরা শিশু কোন্ কোন্ উপায়ে ভালভাবে শেখে, তা পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করতে পারি তবে আমরা সব শিশুর জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব। এবং শিখিয়েও তৃপ্তি লাভ করব।

ময়মনসিংহের শিখা দেখেছিলেন যে তার শিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের আগে তার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম ছিল। কিন্তু এখন উপস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলে এখন আগের চেয়ে বেশী নিয়মিত। "এখন তারা স্কুলে আসতে চায়, নতুন পদ্ধতির আগে, শিক্ষরা ক্লাসে এসে ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন দিতে বলতেন আর চাইতেন শিক্ষার্থীরা শান্ত হয়ে বসে থাকুক ও শুধুমাত্র পড়াশোনায় মনোযোগী থাকুক। এখন অধিকাংশ শিক্ষণ হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখনের মাধ্যমে।"

সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখনে নানা উপায় ব্যবহৃত হতে পারে যা শিক্ষার্থীকে শিখতে সাহায্য করে। শিশুদের শেখার সাতটি উপায় রয়েছে যা নিচে বলা হলঃ

- **মৌলিক বা ভাষাগত পদ্ধতি** - শিশুরা চিন্তা করতে শেখে এবং লেখা, মুখে বলা শব্দ ও কোন কিছু মনে করার মাধ্যমে শেখে।

- **যুক্তি ও গাণিতিক পদ্ধতি** - শিশুরা চিন্তা করে এবং হিসাব নিকাশ ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি'র মাধ্যমে শেখে। তারা সহজেই সংখ্যার ব্যবহার করতে পারে। বিমূর্ত্ত প্যাটার্ণ চিহ্নিত করতে জানে, এবং নির্ভূলভাবে মাপ জোক করতে শেখে।

- **দৃশ্য বা Spatial স্পেস বা অবস্থান** -শিশুরা শিল্পকলা যেমন, ড্রয়িং, পেইন্টিং বা ভাস্কর্য পছন্দ করে শেখে। তারা মানচিত্র, চার্ট বা ডায়াগ্রাম পড়তে ও বুঝতে শেখে।

- **শারিরীক স্পর্শ বা Kinaesthetic** -শিশুরা শারিরীক অঙ্গভঙ্গি, খেলাধুলা বা অভিনয়ের মাধ্যমে শেখে।

- **সাঙ্গিতিক বা ছান্দিক পদ্ধতি** - কিছু শিশু ছন্দ বা আবৃত্তির তালে তালে শেখে।

- **আন্তঃসম্পর্ক পদ্ধতি** - কিছু শিশু দলে সবাই মিলে কাজ করার মধ্যে দিয়ে শেখে। তারা দলীয় কাজ উপভোগ করে, সামাজিক অবস্থা বুঝতে পারে এবং অন্যের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

- **আত্মপলব্ধি** - কিছু শিশু স্ব-স্ব মূল্যায়ন ও আত্মপলব্ধির মাধ্যমে শেখে। তারা একা একা কাজ করতে ভালবাসে এবং নিজ নিজ সবল ও দুর্বল দিক ও অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

যখন শিশুরা শেখে, তখন কোন কিছু বুঝতে ও মনে রাখতে সে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। এজন্য শিক্ষক হিসাবে আমাদের উচিত তাদের শেখাতে নানা ধরনের শিখন উপায়ের ব্যবহার করা।

ময়মনসিংহের শিখা শিখনের ক্ষেত্রে যত ধরনের উপায় বুঝতে পেরেছিলেন তার সবগুলোই প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেনঃ

"পাঠের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীরা যা শিখতে চায় তা থেকে আমি শিখনের সাতটি ধরনের উপায় মাথায় রেখে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু শিখন তৎপরতা তৈরী করার চেষ্টা করি। যেমন- সমাজ বিদ্যার একটি বিষয় ছিল 'মৌসুম ও মৌসুমী ফল'। আমি ও শিক্ষার্থীরা মিলে ফল-এর ওপর একটি কবিতা রচনা করি, কেউ কেউ ফলের মুখোশ তৈরী করে। প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ পছন্দের একটি ফল নির্বাচন করে সেই ফলের মুখোশ মুখে দিয়ে উক্ত ফলের ভূমিকায় অভিনয় করে। শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ হয়ে ফলের ওপর পড়া ও লেখায় অংশ নেয়।

তারা 'আমাদের গ্রামের মানুষের পেশা' বিষয়ের ওপর পাঠ ভিত্তিক কার্যক্রমে একইভাবে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশার নাম বলে, সেগুলোর কাজ মনে মনে চিন্তা করে এবং সে অনুযায়ী অভিনয় করে ও পেশা সমূহের কাজ কি হয়ে থাকে সে বিষয়ে দলে আলোচনা করে। এছাড়াও বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প তারা পড়ে এবং ছবি মেলানোর খেলা খেলে। নিত্য নতুন শিখন পদ্ধতির ওপর আমি সবসময়ই চিন্তা করতে থাকি এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে স্থানীয় লোকজনের বুঝতে পারা উচিত যে বাচ্চাদের শিখন শুধুমাত্র স্কুলের বা ক্লাসের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়"।

আমাদের পাঠ পরিকল্পনা এমনভাবে উন্নয়ন করা প্রয়োজন এবং শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যাতে সব শিশুর জন্য সক্রিয় ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করা যায়। আমরা এ বিষয়ে পরবর্তী বুকলেটে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। তবে শিখা জানেন পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব কতখানি।

"সন্দেহ নেই যে পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে আমার এখন অনেক সময় লাগে কিন্তু আমার কাছে এটি করা যেমন মজাদার তেমনি সৃজনশীলতার একটি চ্যালেঞ্জ। মাঝে মাঝে, সঠিক শিক্ষা উপকরণ বা সম্পদ পাওয়া একটু কষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি শিখেছি কিভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠ পরিকল্পনার কাজে লাগানো যায়। তারা মাথা খাটিয়ে নানা বাস্তব উপকরণ বাড়ী থেকে নিয়ে আসে। এছাড়াও আমরা একসঙ্গে ক্লাসে বসে শিক্ষা উপকরণ যেমন মুখোশ, বিভিন্ন পেশাভিত্তিক খেলার জন্য সরঞ্জাম বা টুলস, কবিতা বা ছড়া তৈরী করি"।

অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঃ কিভাবে আপনি আপনার পাঠদানের উন্নয়ন করবেন?

- এমন একটি পাঠ বেছে নিন যা পড়াতে আপনার ভাল লাগে কিন্তু আপনার শিক্ষার্থীরা আপনি যেভাবে চান সেভাবে পাঠের প্রতি সাড়া দিতে পারে না। অথবা এমন একটি পাঠ আপনি বেছে নিন যা আপনি খুব মজা করে পড়াতে পারেন।

- কোন্ কোন্ প্রধান বিষয় (তথ্য) আপনি চান শিক্ষার্থীরা শিখুক ?

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনি কি পদ্ধতি ব্যবহার করবেন? কেন মনে করেন যে এ পদ্ধতি কাজ করছেনা? উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষার্থীরা কি শিখনের কেবল একটি উপায়ই ব্যবহার করে ?

- আপনার শিক্ষণে আপনি কি বিভিন্ন শিখন তৎপরতা ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন সংবেদ (যেমন- দৃষ্টি, শ্রবন ও অঙ্গভঙ্গি) শিখনের জন্য ব্যবহার করতে পারে? এসব শিখন তৎপরতায় কি কি উপায় ব্যবহৃত হয় এ বিষয়ে ওপরে বর্ণিত ময়মনসিংহের স্কুল শিক্ষিকা শিখার ধারণা দেখুন)

- আপনি কিভাবে এসব তৎপরতা আপনার পাঠ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন?

- কিভাবে আপনার শিক্ষার্থীরা পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করতে পারে ? (বিশেষ করে যারা সাধারণতঃ ক্লাসে অংশ নেয় না বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী?)

- বিভিন্ন শিখন তৎপরতা ব্যবহার করে পড়াতে থাকুন। এভাবে পড়াতে যদি আপনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন তবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা মজা পেয়েছে কিনা? তারা কোন্ শিখন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী মজা পায়? অন্য কোন পাঠ পড়ানোর সময় কি আপনি এ শিখন তৎপরতাগুলো ব্যবহার করতে পারেন?

শিখনের পথে বাধাসমূহ

আপনি কি আপনার শ্রেণীকক্ষে একটু লাজুক ও ভীতু প্রকৃতির এমন কোন শিক্ষার্থীর কথা মনে করতে পারেন? যে সচারচর কোন কাজে অংশ নিতে চাইত না? কোন প্রশ্ন করা হলে কখনো হাত তুলত না বা তুলতে চাইত না এবং লেখাপড়ায়ও যে ভাল ছিল না?

শিক্ষার্থীর এ ধরনের ব্যবহার নানা কারণে হতে পারে। হতে পারে তার নিজের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার ঘাটতি ছিল। আত্ম বিশ্বাসের কমতি ছিল এবং সে নিজেকে কখনোই একজন মূল্যবান অংশগ্রহণকারী মনে করত না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ ধরনের শিক্ষার্থীরা নিজেকে যেভাবে দেখে এবং তারা যা শেখে তার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কে রয়েছে। আরো দেখা গেছে যেসব শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক ফিডব্যাক (সমালোচনা)-এর কারণে আত্ম বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা কম তারা ভাবে যে কোন কিছু চেষ্টা না করাই ভাল। এভাবে তারা শিখন কাজে ব্যর্থ হওয়ার পরিবর্তে শিখন কাজকে এড়িয়ে যেতে থাকে।

কর্মতৎপরতা: আত্ম-মর্যাদা বোধের গুরুত¡

একটি সাদা কাগজ নিন এবং তাতে একটি মানুষের মুখ আঁকুন। মনে করুন এটি আপনার কোন একজন শিক্ষার্থীর মুখ। ভাবুন, একে বড়রা এমন কিছু বলেছে যে সে নিজেদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে বসে আছে । এ ধরনের যে কটি উদাহরণ আপনি ভাবলেন বা নিজের চোখে দেখেছেন তার প্রতিটির জন্য এভাবে আলাদা আলাদা কাগজ নিন।

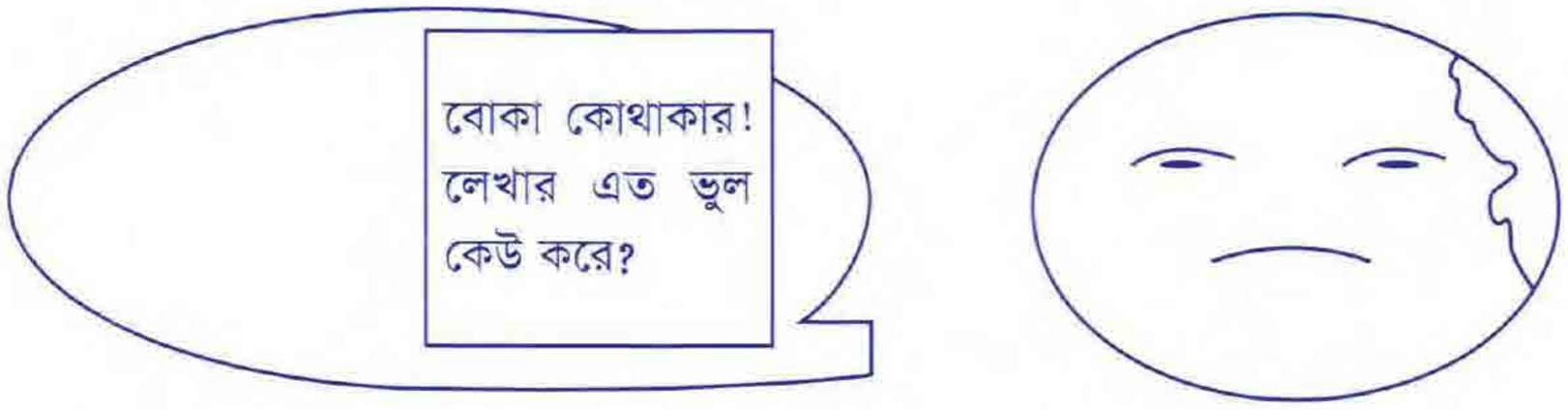

মনে রাখবেন, তিন চারটি নেতিবাচক মন্তব্যই একটি শিশুর আত্ম-মর্যাদা বোধকে বিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট।

দৃষ্টি আকর্ষণ- আপনি শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্ম মর্যাদা বোধকে জাগ্রত করার কাজটি এমনভাবে করতে পারেন যাতে তারা অন্যদের অনুভূতি বুঝতে পারে এবং তাদের আচরণ কিভাবে অন্যদের অনুভূতিকে প্রভাবিত বা আক্রান্ত করতে পারে তা বুঝতে পারে।

আমরা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে যখন কোন নেতিবাচক মন্তব্য শুনি তখন আমাদের উচিত সেগুলোকে ইতিবাচক মন্তব্যে পরিণত করা। উদাহরণ স্বরূপ, একটি নেতিবাচক মন্তব্য হল 'দ্যাখো, তুমি কতগুলো ভুল উত্তর দিয়েছো'। এ কথাটি ইতিবাচক ভাবে বলা যায়। যেমন- 'দেখেছো তুমি কতগুলো সঠিক উত্তর দিয়েছ'? চল একটা উপায় বের করি যাতে পরবর্তিতে আরো বেশী সঠিক উত্তর দেওয়া যায়। তুমি কিভাবে সঠিক উত্তর মনে রেখেছিলে?'

শিশুদের কোন শিখন কাজে পুরোপুরিভাবে অংশ নেয়ার আগেই তাদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে যে তারাও শিখতে পারে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং এ বৃদ্ধিতে বড়দের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাকে।

শিশুদের ক্ষমতা, সম্প্রদায়গত প্রেক্ষাপট ও লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা না দিলে তাদের মানসিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা তাদের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরী হয়।

আমরা হয়ত সবসময় শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক আত্ম-মর্যাদাবোধ তৈরীতে সহায়তা করতে পারিনা কিন্তু আমরা অন্ততঃ এর জন্য তাদেরকে সঠিক পরিবেশ ও অবস্থা নিশ্চিত করতে পারি। যাতে সব শিশুরা:

- অনুভব করে যে তাদেরকে ও তাদের অবদানকে বড়রা মূল্য দিচ্ছে
- নিজ নিজ শিখন পরিবেশে শারিরীক ও মানসিক ভাবে নিরাপদ বোধ করে
- এবং ভাবে যে তারা অনন্য এবং তাদের ধারণাগুলো মূল্যবান।

অন্য কথায় বলা যায় যে, শিশুদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত। যাতে তারা নিরাপদ বোধ করে। তাদের মতামত নি:সঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারে এবং শিখনে সফল হয়। এতে শিশুরা শিখন কাজকে উপভোগ করে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে একটি আনন্দময় পরিবেশে তৈরী করে তাদের শিখনকে আরো উদ্দীপ্ত করতে পারে। প্রশংসার মাধ্যমে, শিশুদের আত্ম-মর্যাদাবোধকে সম্মান জানিয়ে শ্রেণীকক্ষে এরকম একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরী করা যায়। যেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ দল গঠন ও পরস্পরকে সহযোগিতা করার মানসিকতাকে উৎসাহিত করা হবে, যে রকম পরিবেশে শিশুরা নিজেকে সফল ভাববে এবং মজা করতে করতে নতুন জিনিষ শিখবে।

কর্মতৎপরতা: আত্ম-মর্যাদাবোধের উন্নয়ন

এ কাজটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা বা অন্যান্যদের নিয়ে করা যেতে পারে।

- একটি পোস্টার পেপার অথবা বড় কাগজ লম্বালম্বীভাবে ভাগ করুন ।
- বাম কলামে আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলের প্রতিকূল পরিবেশ বা অবস্থার কথা লিখুন যে অবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়িত, নিরাপদ ও স্বীকৃত ভাবছে না;
- মাঝের কলামে প্রতিটি প্রতিকূল পরিবেশের বিপরীতে লিখুন, কেন বাইরের পরিবেশ বা মানুষজন শিশুদের এভাবে ভাবতে বাধ্য করছে?
- ডান দিকের কলামে লিখুন কিভাবে শিশু নিজেকে মূল্যায়িত, নিরাপদ ও স্বীকৃত ভাববেন এবং কিভাবে এ পরিবর্তন আনা যেতে পারে?

এ কাজকে শিশুদের আত্ম-মর্যাদাবোধ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনার তথা সমাজ, স্কুল ও শ্রেণীকক্ষে তার শিখনের শুরু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিশুরা কাজের মাধ্যমে নিজস্ব জ্ঞান ও উপলব্ধি তৈরী করে :

শিশুরা যা জানে এর সঙ্গে নতুন তথ্যের যোগসূত্র তৈরী করে। একে বলে মানসিক পূর্নগঠন। একসঙ্গে কথা বলা, প্রশ্ন করার মাধ্যমে (সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া) শিখন ত্বরান্বিত হয়। এজন্য, জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করা এত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ, শিশু শিক্ষার্থীর মাথায় জ্ঞান ঢেলে দেওয়া নয়; আবার শিশুদের হাতেই তাদের শেখার ভার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াটাও ঠিক নয়। আমাদের উচিত, শিশু শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান শিখনের সম্পর্ক তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

একটি শিশু শিক্ষার্থী স্কুলে ধীর শিক্ষার্থী হতে পারে এবং আপনি যখন প্রশ্ন করেন তখন কিভাবে উত্তর দিতে হয় তা সে নাও জানতে পারে। সেক্ষেত্রে, শিক্ষক হিসেবে আপনার উচিত তার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে তাকে কিভাবে শেখানো যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, শিশুটি কি করতে পারে? তার নামের যেকোন একটি অক্ষর কি সে জানে এবং পরিষ্কারভাবে তা লিখতে পারে? কোন সংখ্যাটি সে জানে এবং ঘরের কোন জিনিষকে সে সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে পারবে? তার পছন্দের কোন বিষয় আছে কি যা সে শিক্ষককে বলতে পারে বা তার বন্ধুদের বা ঘরের ছোট্ট কোন পুতুলকে সে শোনাতে চাইবে? এ শিশুটি কি গান গাইতে পারে বা কোন খেলাধুলা করতে পারে?

আমরা কিভাবে স্কুলকে তার বাড়ী ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারি?

কর্মতৎপরতা: বাড়ীর সাথে শ্রেণীকক্ষের সংযোগ

নিচের নমুনা ছক অনুযায়ী আপনার শিশুটি বাড়ীতে যা শেখে তা কিভাবে স্কুলে ব্যবহার করতে পারে লিখুন।

আপনি কিভাবে এ তথ্য আপনার পাঠ পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করবেন? আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের কিভাবে এই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজে লাগাতে পারেন?

শিশুর নাম	শিশু বাড়ীতে কি শিখেছে ?	বাড়ীর শিখন শিশু কিভাবে স্কুলে ব্যবহার করতে পারে?

সব শিশুই বাড়ীতে বা সমাজে কিছু না কিছু শিখে স্কুলে আসে। শিশু স্কুলে থাকুক বা স্কুলের বাইরে থাকুক সে নানা ভাবে নতুন পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেয়। সাড়া দেওয়ার এ পদ্ধতি স্কুলে কখনো কার্যকর হয় কখনো হয় না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শিশু কি জানে, কি দক্ষতা তার রয়েছে তা জেনে নেয়া। আমরা তখন তার জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে তাকে শেখাতে পারব। কিন্তু এটি করতে গেলে আমাদের অবশ্যই শিশুদের খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দেখতে হবে, যে তারা কিভাবে শেখে এবং দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের অভিজ্ঞতা ছেলেদের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

স্কুলে আমাদের শিশু শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তারা খেলাধূলা করার সময় যেভাবে সমস্যার সমাধান করে তা থেকে ভিন্ন। কোন শিশু হয়তো পেন্সিল কিভাবে ধরতে হয় তা জানে না। কোন শিশু জীবনে হয়তো বই কি জিনিষ তা দেখেনি। এমনকি, আপনি বা তার বন্ধুরা যে ভাষায় বা যেভাবে কথা বলেন সে ভাবে তাদের কেউ কেউ হয়তো কথা বলতে পারে না। বা আমাদের ভাষা সে নাও জানতে পারে। ফলে, শিশু আগে যা জানে বা যে কাজ ভাল করতে পারে তার সঙ্গে আপনার শ্রেণীকক্ষ ও পাঠ - এর করণীয় কাজের একটি সংযোগ তৈরী করতে হবে। এটি কিভাবে করা যেতে পারে?

কর্মতৎপরতা: শিক্ষার্থীদের জন্য সংযোগ তৈরী

প্রাথমিক পর্যায়ে, একটি স্কুল শিক্ষার্থীদের শেখায় কিভাবে পড়তে হয় এবং সংখ্যার ব্যবহার করতে হয়। শিশুরা যখন প্রথম স্কুলে আসে, তখন তাদের সবচেয়ে সহজ কাজটি দিন যাতে

তারা সফলতার সঙ্গে তা করতে পারে বা পড়তে ও সংখ্যার ব্যবহার করতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল। এছাড়াও আপনি কি আরো কিছু চিন্তা করতে পারেন?

- শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভেতর যা কিছু আছে সেগুলোর গায়ে নাম লেখা কাগজ সেঁটে দিন। (অবশ্যই সব শিক্ষার্থীরা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষায়) উদাহরণ স্বরূপ, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, চকবোর্ড ইত্যাদি। এরপর দেখুন তারা জিনিষের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে বলতে পারছে কিনা।

- আপনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বলবেন যে সে লেখাপড়ায় ভাল করবে। এতে শিক্ষার্থী আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পাবে।

- শিক্ষার্থীরা সবাই যে গানটি জানে সে গানটি লিখে ফেলুন। তারপর পরীক্ষা করুন তারা গানের কোন্ শব্দটি কোন্‌টি তা বলতে পারছে কিনা। শিক্ষার্থীরা জানে এমন কোন নতুন শব্দও গানে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। শিখনে গান খুবই সহায়ক। এতে শিক্ষার্থীদের শ্বাসপ্রশ্বাসে উন্নতি ঘটে, তারা নতুন শব্দ শেখে, ছন্দ জ্ঞান বাড়ে এবং ক্লাস জুড়ে একটি ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়।

- শ্রেণীকক্ষে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিন। প্রয়োজনে আপনি বড় বা দ্রুত শিক্ষার্থীদের অল্প বয়স্ক বা ধীর শিক্ষার্থীদের আপনার নির্দেশনা বুঝিয়ে বলার কাজে লাগাতে পারেন।

- আপনার শ্রেণীতে এমন কোন শিক্ষার্থী আসতে পারে যে শ্রেণীকক্ষে সবার ব্যবহৃত ভাষা নাও বুঝতে পারে। (যেমন ঃ কোন আদিবাসী শিশু)। তাই দেখতে হবে, শিশুটি কি কাজ জানে বা তার জ্ঞানের পরিধি কতটুকু। ভাল হবে যদি আপনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেন। তার ভাষায় তার নাম ধরে ডাকেন। আপনি না পারলে, শ্রেণীকক্ষের অন্য কেউ বা কমিউনিটির কাউকে বলুন আপনাকে সাহায্য করতে। যাতে শ্রেণীকক্ষের কাজে অন্যসব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিন্ন ভাষী শিক্ষার্থীরাও সমান ভাবে অংশ নিতে পারে। আমরা আগেই জেনেছি শিশুর পরিচিত আঞ্চলিক ভাষায় কোন গান গেয়ে তাকে নতুন শব্দ শেখানো যায়। আঞ্চলিক ভাষায় গাওয়া শব্দের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ ও প্রমিত ভাষার সংযোগ ঘটিয়ে ধীরে ধীরে শিশুকে সঠিক শব্দ শেখানো যেতে পারে। একই ভাবে গানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা বোধ জাগ্রত করা সম্ভব হয়।

শুরুতেই, বিশেষ করে স্কুল জীবনের শুরুতেই শিশু শিক্ষার্থীদের সহজ শিখন কাজের মাধ্যমে তাদের আত্ম বিশ্বাস তৈরী করা যায়। যাতে সবচেয়ে লাজুক ধরনের শিশুটিও জড়তা ও ভয় ঝেড়ে ফেলে শিখন কাজে অংশ নিতে পারে। তাদের মধ্যে যেন এ বিশ্বাস জন্মে যে স্কুল একটি

সুন্দর ও নিরাপদ জায়গা যেখানে তারা 'নি:শঙ্ক চিত্তে' লেখাপড়া ও খেলাধুলা করতে পারবে। এধরনের পরিবেশকেই শিখন-বান্ধব পরিবেশ বলে যা শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ জরুরী।

শেখানো ও শেখার জন্য কিছু পরামর্শ:

- পাঠমালা পরিকল্পনা করতে হবে 'বড় ধারণা'-র ওপর, কোন ছোটখাট অসম্পূর্ণ বিষয়ের ওপর নয়। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জানা কোন বিষয়ের ওপর নতুন নতুন তথ্য জানতে পারে। বড় ধারণা-র ব্যাপারটি হচ্ছে ধরুন 'পানির অপর নাম জীবন' এবং 'আজ আমরা কিভাবে পানি পরিষ্কার রাখতে হয় সে বিষয়ে শিখব' ইত্যাদি বিষয় হবে।

- শিশু শিক্ষার্থীর বিকাশের চাহিদা বুঝতে হবে কেননা কিছু শিক্ষার্থীর অন্যান্যদের তুলনায় শিখতে বেশী সময় লাগে।

- আমাদেরকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী শিখনে সহায়তা করতে হবে। পরিবেশটা রাখতে হবে শিখন উপযোগী।

- একক এবং দলীয় কাজের সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সঙ্গে একত্রে এবং একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে শিখনের সময় কথা বলতে হবে।

- সব শিশু যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে সে ভাবে পাঠ পরিকল্পনা সাজাতে হবে। যেমন শিক্ষার্থীরা জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষাক্রমকে কাজে লাগাতে পারে। তাদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং তারা যেন পঠিত বিষয় বস্তু সম্পর্কে ভাল ধারণা লাভ করে।

- শিক্ষার্থীদের গুছিয়ে প্রশ্ন করতে হবে যাতে তারাও গুছিয়ে তাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারে। শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর হয় এ জাতীয় প্রশ্ন না করে তাদের মুক্ত প্রশ্ন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত, ধারণা খোলাখুলিভাবে বলতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে 'তুমি কি মনে কর'? এ জাতীয় প্রশ্ন জুড়ে দিলে শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত ভাবে উত্তর দেবে।

- শিক্ষকের সুচিন্তিত প্রশ্নের উত্তর এবং সক্রিয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করবে। অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া, নতুন তথ্য সংগ্রহ এবং কোন ধারণার ওপর অভিব্যক্ত করতে গিয়েও শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন জিনিষ জানতে পারে।

মনে রাখবেন : একটি নতুন বিষয় শেখানো শুরু করার আগে আপনার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তারা এ বিষয় সম্পর্কে কি জানে। এতে যদি বিষয় সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা থেকে থাকে, শিক্ষার্থীরা বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের নৈকট্য অনুভব করবে। খুব দ্রুত বিষয়টি শিখবে। অনেক ধারণাই শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ী বা সমাজ থেকে অর্জন করে। তাদের পূর্ব ধারণাকে আমরা নতুন যা শেখাতে চাই তার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারলে আমাদের শেখানো কার্যকর হবে। উপরন্তু কোন শিক্ষার্থীর কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা ও দক্ষতা থাকলে (যেমন-মাছ ধরা, শাক সবজীর চাষ ইত্যাদি) তাকে শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সামনে এ সম্পর্কে বলার সুযোগ দিতে হবে। এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বেশী উপকৃত হবে।

এছাড়াও দেখা গেছে, শিশুরা সবাই মিলে শিখলে যে কোন শিখন কাজ ভালভাবে শেখে। "আমি তোমার চেয়ে ভাল পারি কেননা তুমি---------" এ ধারণার চেয়ে "আমরা সবাই একত্রে এ কাজটি করতে পারি" ধরনের মানসিকতা কাজে সহায়ক। সঠিকভাবে সংগঠিত করে, ছোট ছোট দলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাজ করা ও শেখায় উৎসাহিত করতে হবে। এ প্রক্রিয়াটি বিশেষতঃ যে সব ক্লাসে ছেলে ও মেয়ে একত্রে লেখাপড়া করে এবং যেখানে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানে বিশেষভাবে কার্যকর হবে। উপরন্তু সবাই মিলে শেখা'র ব্যাপারটি শ্রেণীকক্ষের শৃংঙ্খলা বজায়ে বিশেষ সহায়ক হবে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর বা ছোট দলের চাহিদা বুঝে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক উদ্বুদ্ধ হবে।

টুল ৪.২
শ্রেণীকক্ষের ভিন্নতা নিয়ে কাজ করা

ভিন্নতাকে মূল্য দেওয়া ও উৎসাহিত করা :

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষই ভিন্ন কেননা প্রতিটি শিক্ষার্থীই আলাদা। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলে সব শিক্ষার্থীই উপকৃত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রবণতার সমাবেশ ঘটে একটি শ্রেণীকক্ষে। তাই সব শিশুই শিখন কর্মকান্ডে অবদান রাখতে পারে। সব শিক্ষার্থীই যাতে সক্রিয়ভাবে শিখতে পারে শিক্ষক একজন সহায়ক হিসেবে সে ধরনের পরিবেশ ও সুযোগ তৈরী করতে পারে।

শিশুদের (কখনো কখনো বয়স্কদের) জানা উচিত যে শ্রেণীকক্ষের ভিন্নতা হচ্ছে একটি মূল্যবান সম্পদ । বুকলেট-২ এর ২.২ টুলে ;পছন্দের খেলা' অংশের মাধ্যমে বাবা মা এমনকি শিশুরাও বুঝতে পারবে বহির্ভূত থাকা ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ কি। নিচে বর্ণিত প্রায় একই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিশু ও তাদের বাবা মায়েরা ভিন্নতার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারবে।

কর্মতৎপরতা: উপহার দেয়া -একে অপরকে জানা

গুচ্ছ গুচ্ছ কয়েকটি দলে শিক্ষকরা এ তৎপরতাটি ব্যবহার করতে পারেন, যখন স্কুলে বা অভিভাবক সভায় সবাই প্রথমে একে অপরকে জানবে। এ তৎপরতার জন্য সব অংশগ্রহণকারীদের জুটিবদ্ধ হতে হবে। জুটির একজন সঙ্গী অপর সঙ্গীর বিশেষ গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য জানতে মুক্ত প্রশ্ন করবে। সব শেষে তারা একটি ছোট্ট 'কার্ডের' ওপর নিচে বর্ণিত কথাগুলোর মত সঙ্গী সম্পর্কে মতামত প্রদান করবে।

যেমন -"আমার বন্ধুর নাম সাবিহা। সে আমার জন্য নিয়ে এসেছে ধৈর্য্যশীল হওয়ার উপহার"

"আমার বন্ধুর নাম বাবুল। সে আমার জন্য এনেছে মজা/কৌতুক করার উপহার"

বড় দলে এরপর জুটিবদ্ধ সঙ্গীরা একে অপরের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা জানাবেন। সঙ্গীর এ বৈশিষ্ট্য কিভাবে পুরো দলকে উপকৃত করবে তা আলোচনা হবে। শিক্ষক বা সহায়ক পরিশেষে

একটি বাক্সে সঙ্গীদের 'বৈশিষ্ট্য লেখা উপহার কার্ড' জমা নিবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তা সংরক্ষণ করবেন।

এ তৎপরতাটি শিক্ষককে সব শিক্ষার্থীকে মূল্য দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাবে এবং শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের এমন সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবে যা একজন সাধারণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। আমাদের দায়িত্ব হল প্রতিটি শিশু শিক্ষার্থীর আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা। পরবর্তীতে আমরা তাদের এসব বৈশিষ্ট্য আরো উন্নয়ন করে তা শিখন কাজে ব্যবহার করতে পারি।

কর্মতৎপরতা: হলুদ পাতা তৈরী -একে অপরকে জানা এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখা

এ তৎপরতায়, অংশগ্রহণকারীদের জুটিবদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে একে অপরের প্রতিভা, আগ্রহ, শখ সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়। এরপর তারা নিজ নিজ সঙ্গীকে তার আগ্রহ সম্পর্কে বলে এবং সঙ্গীর যেটির অভাব রয়েছে এবং তার যে বিষয়ে দখল আছে তা তাকে শেখায়। সম্ভব হলে, প্রতিটি সঙ্গী লেখার জন্য ১টি হলুদ রঙের কাগজ সাথে রাখবে। সঙ্গীর প্রতিভা ও দক্ষতা সম্পর্কে জেনে নিয়ে হলুদ কাগজের ওপরে তা লিখবে। সেসঙ্গে সঙ্গীর নাম ও সঙ্গী থেকে সে কি বিষয় শিখল তাও লিখবে হলুদ কাগজটিতে। যেমন-

দক্ষতা ঃ মাছ ধরা

আমার সঙ্গীর নাম ঃ রাবেয়া

আমি শিখেছি:
-রাতে মাছ ধরা সবচেয়ে উপযোগী
-শান্ত পানিতে মাছ ধরতে সুবিধা
-এ সময় চাঁদের আলো থাকলে বেশ ভাল হয়।
-বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরতে বিভিন্ন আধার দিতে হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঙ্গীরা তাদের কথাবার্তা ও লেখা শেষ করলে সহায়ক শিক্ষক কোন একজন সঙ্গীকে ডেকে ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তারপর শ্রেণীকক্ষের সবাই তাকে তার সঙ্গীর অন্ততঃ ৫টি গুণের কথা জানতে চাইবে। অথবা সে তার সঙ্গীর গুণের কথা মূকাভিনয়ের মাধ্যমেও সবাইকে দেখাতে পারে। সবাই অনুমান করে নিবে যে সে কি বলছে। এটি খুব আনন্দদায়ক একটি কাজ হতে পারে।

এরপর সবার হাতের হলুদ কাগজটি সবার গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারিবদ্ধ ভাবে বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে। যেমন- বাগান করার দক্ষতা এক পাশে, ছবি আঁকার দক্ষতা আরেক পাশে, খেলাধুলায় দক্ষতা অন্য পাশে। এভাবে সব দক্ষতা বা গুণসমূহকে হলুদ কাগজটিতে আলাদা আলাদা ভাবে এক সঙ্গে সাজাতে হবে। এটিই 'হলুদ পাতা ' খেলা।

আমরা এ খেলা বা কাজ থেকে কি শিখি-

- আমরা একে অপরের কথা শুনতে শিখি
- আমরা একে অপরকে ভালভাবে জানতে শিখি
- আমরা মৌখিক বা অমৌখিক উপায়ে ভালভাবে যোগাযোগ করতে শিখি
- আমরা বহু প্রতিভার সমন্বয়ে একটি ভাল দল-তা জানতে পারি
- আমরা কিভাবে মুক্ত প্রশ্ন করতে হয় যে সম্পর্কে শিখতে পারি
- সর্বোপরি, আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখি।

সহায়ক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সবাইকে বলতে পারেন যে, আজ আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল আমাদের সবারই কোন না কোন প্রতিভা রয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা এ প্রতিভাগুলোকে শিখন কাজে লাগাতে পারি।

শিক্ষকদের বুঝতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সে শিখন কাজে লাগাতে পারে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এ বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষার্থীরাও জুটি-শিক্ষক হিসেবে একে অপরের কাছ থেকে নানা জিনিষ শিখতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন চিন্তা, শিখন ও জানা'র সন্নিবেশ ঘটানো

এর আগের টুলে আমরা জেনেছি যে শিক্ষার্থীরা নানা উপায়ে এবং পর্যায়ে শেখে। এর অর্থ হচ্ছে তাদের শিখনে ভিন্নতা রয়েছে। তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদেরও বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। যাতে সব শিক্ষার্থীই বিশেষত ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা আমরা যা পড়াই তা যেন বুঝতে পারে এবং কার্যকরভাবে শিখতে পারে।

একটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ ও শিখনের আওতা হচ্ছে পড়া মুখস্ত করা ও পুনরাবৃত্তি থেকে সমস্যা সমাধান ও সৃষ্টিশীলভাবে চিন্তা করা পর্যন্ত। অর্থাৎ

আমাদের শ্রেণীকক্ষে এই পুরো আওতার কথা বিবেচনা করতে হবে। যেমন- আমরা নিচের কাজগুলো করতে পারিঃ

- ব্লক, মডেল এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে গণিত শেখাতে পারি যার মাধ্যমে শিশুদের সূক্ষ্ম গতি সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (motor skills) এবং তাদের দৃশ্য-উপলব্ধির ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।

- শিক্ষার্থীদের অংকের প্রক্রিয়া ও ধারণা সম্পর্কে কথা বলতে বলুন যা তাদের গণিতের ধারণা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়তা করবে।

- আমরা যে সব গল্প পড়ে শোনাই তার ওপর শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে বলুন। একাজ গল্পে বর্ণিত শব্দ ও ঘটনার সঙ্গে তাদের দৃশ্য-চিন্তার সংযোগ ঘটাবে।

- শিক্ষার্থীদের স্কুলের চারপাশের একটি ম্যাপ আঁকতে বলুন যা তাদের খোলা জায়গায় চলাচলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃশ্যগত ও গাণিতিক ধারণার সংযোগ তৈরী করবে। ম্যাপ তৈরী করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন সমাজের জরিপ করবে তখন এর সমস্যা চিহ্নিত করে তা সবাই মিলে সমাধানের সময় স্কুলে শেখা শিখন কাজে লাগাবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ ও স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এতে উৎসাহিত হয়ে তারা শিক্ষকদের কাজে সহায়তা করবে (বুকলেট ৩ এবং ৬ দেখুন)।

শ্রেণীকক্ষকে পুরোপুরি একীভূত করতে হলে, আপনার শিক্ষাক্রম যেন সব শিক্ষার্থীর কাছে অধিগম্য ও প্রাসঙ্গিক হয় বিশেষতঃ আপনি কি পড়াবেন (বিষয়), কিভাবে পড়াবেন (পদ্ধতি), শিক্ষার্থী কিভাবে সবচেয়ে ভাল শিখবে (প্রক্রিয়া) এবং শিক্ষার্থী যেখানে থাকে এবং শেখে সে পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত হবে এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

এছাড়াও আমাদের যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা ও প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীর যেমন- দৃষ্টি, শারিরীক, ইন্দ্রিয়গত বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রয়েছে সে সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা ভাবে পরিকল্পনা তৈরী করেছি কি? শিক্ষাক্রমটি কি এখনো এসব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বা অন্যান্যদের কাছে বোধগম্য? আমরা কিভাবে এ পাঠক্রম বাস্তবায়িত করতে পারি?

কর্মতৎপরতা: ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ

১. আপনার ক্লাসে যেসব শিক্ষার্থীর কিছু বিষয় যেমন-গণিত, লেখা, আলোচনা ইত্যাদিতে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে তাদের নাম ও দক্ষতার বিষয় লিখে ফেলুন। কিভাবে তাদের এ দক্ষতা বোঝা গেল তার বর্ণনা দিন।

২. যেসব শিক্ষার্থীর এসব প্রচলিত দক্ষতার বাইরে শ্রেণীকক্ষের শিখনের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকলে তাদের নাম ও গুণাবলী লিখে ফেলুন। এদের মধ্যে কেউ কি মডেল তৈরীতে দক্ষ? কেউ কেউ কি ক্রীড়া বা কোন খেলার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে পারে? কারো কি সামাজিক দক্ষতা বেশী? উদাহরণ স্বরূপ যেসব শিশুর ডাউন্স-সিনড্রোম প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা বেশী থাকে।

৩. এখন একটি কাগজে আপনার সেসব শিক্ষার্থী যাদের বিশেষ কোন দক্ষতা বা প্রতিভা পরিলক্ষিত হয় নাই তাদের নাম লিখুন। পরবর্তী সপ্তাহে এসব শিক্ষার্থীকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি দেখেন, তাদের মধ্যে কেউ বিশেষ কোন শিখন তৎপরতা পছন্দ করছে তা লিখে ফেলুন। শিক্ষার্থীটি কিভাবে কাজটি করছে এবং সে অনুযায়ী শিখনে তার নিজস্ব পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করছে? তার এ নিজস্ব পদ্ধতি কিভাবে আপনি আপনার পাঠমালায় সন্নিবেশ করবেন?

ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ ও এটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের উচিত শিখনের বিভিন্ন সুযোগ চিহ্নিত করা। বিশেষতঃ শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করতে হবে। ভাবতে হবে কিসে তাদের উপকার হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সহপাঠী শিক্ষার্থীকে বলতে পারি শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে লেখাপড়ায় সাহায্য করতে । যে তাকে পড়ে শোনাতে পারে, কিছু লিখে দিতে পারে। একই সঙ্গে একজন শিখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর এমন কোন সুপ্ত দক্ষতা থাকতে পারে যা আমরা জানি না। এ দক্ষতাকে চিহ্নিত করে তাকে কাজে লাগানো সম্ভব। এমন কি তার এ দক্ষতা অ-প্রতিবন্ধী কোন শিক্ষার্থীও শিখতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক তৈরী করতে হবে যাতে একে অপরের শিখনে সুন্দরভাবে অবদান রাখতে পারে।

ভিন্নতার প্রতি চ্যালেঞ্জ

একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়ের উপস্থিতির কতগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রতিটি ছেলেমেয়ের কি শেখার প্রয়োজন এবং কিভাবে সে সবচেয়ে উত্তম উপায়ে শিখতে পারবে তা আমাদের শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেজন্য আমাদের দেখতে হবে কিভাবে সব শিক্ষার্থী একত্রে আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারে। শিশুদের শিখনের পথে বাধাসৃষ্টিকারী তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে -ভয়-ভীতি প্রদর্শন, কুসংস্কার, এবং বৈষম্য। এ ধরনের চ্যালেঞ্জকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা একজন শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে।

ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নিপীড়ন করা ঃ (Bullying)

ভয়-ভীতি প্রদর্শন একধরনের সহিংসতা। ইংরেজীতে যাকে বলে 'বুলিং'। বুকলেট-৬ এ আমরা একটি স্কুলে কি ধরনের 'বুলিং' থাকতে পারে, কিভাবে তা চিহ্নিত করা যাবে এবং এর বিরুদ্ধে স্কুলের কি ধরনের নীতিমালা ও ব্যবস্থা থাকা উচিত সে সম্পর্কে জানব। এ বুকলেটে আমরা সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব। আমরা জানি, যে কোন ধরনের হুমকি ও ভয় শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা থেকে বিরত রাখতে পারে।

'বুলিং' বলতে আমরা এটাই বুঝি যে, কোন একজন শিক্ষার্থী ছেলে বা মেয়ে বা একদল শিক্ষার্থী অপর কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের হুমকী বা ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন করছে। এর পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো যাকে ভয় দেখানো হচ্ছে সে ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী থেকে আলাদা, কিংবা সে তার থেকে লেখাপড়ায় ভাল (যেহেতু সে পরীক্ষায় ভাল গ্রেড পাচ্ছে) অথবা সে ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়ের। কিংবা সে একান্তই দরিদ্র ঘরের সন্তান। এমনকি একজন বয়স্ক ব্যক্তি কিংবা শিক্ষকও তার শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। কাজেই 'বুলিং' নানা ধরনের হতে পারে। যেমন -

- শারিরীক প্রহার বা নিপীড়ন (সহপাঠী, শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক)
- মানসিক আঘাত দেয়া (মতামতকে অবজ্ঞা করা)
- আবেগীয় আঘাত যেমন আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করা, নানাভাবে হয়রানি করা, পুরস্কারের বদলে শাস্তি দেয়া, ইত্যাদি।

- আজে বাজে কথা বলা যেমন - অবজ্ঞা করে ডাকা, টিজ্ করা, অপমান জনক ভাষায় কথা বলা, গালাগালি করা, বর্ণবাদী কথা বলা ইত্যাদি।

- পরোক্ষ ভাবে আঘাত দেয়া যেমন -(অশ্লীল) গুজব ছড়ানো, কোন সুবিধে থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

- সামাজিক বা সংস্কৃতিগত ভাবে বঞ্চনা করা যেমন -সামাজিক মর্যাদা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গত পরিচয়, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ ভেদে বৈষম্য করা এবং কুসংস্কারের শিকার করা।

'বুলিং' হচ্ছে এক ধরনের আগ্রাসী ব্যবহার যা অনেক সময় পরিকল্পনা মাফিকও করা হয়ে থাকে। এ অবস্থা কখনো কখনো দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর পর সপ্তাহ বা বছর ধরে চলতে থাকে। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া নিপীড়নের শিকার কারো পক্ষে সামাল দেয়া মুশকিল।

অনেক সমাজে যারা একটু আলাদা সংস্কৃতি, ধর্ম বা সংস্কার মেনে চলে তারা এ ধরনের ভয় ভীতির শিকার হয়ে থাকে। এমনকি পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা বা কোন প্রতিবন্ধী অথবা কোন স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কেউ কেউ নিগৃহীত হয়ে থাকে। যদিও, সাধারনত ছেলেরা শারিরীক ভাবে হুমকী প্রদর্শন বা মারধর করার ক্ষেত্রে পটু তবে মেয়েরাও অনেকসময়, খুব সূক্ষ্ম ভাবে অপর কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারে।

ভয়ভীতি বা নিপীড়নের শিকার শিশুটি অনেকসময় তা চেপে রাখে এই ভেবে পাছে তার ওপর অত্যাচার সাধারণত প্রকাশ করতে চায় না। কারণ শিশুরা বড়দের ভয় পায়।

শিক্ষকের জন্য এ সমস্যা সমাধান একটু জটিল কেননা এটি সাধারণত শ্রেণীকক্ষের বাইরে ঘটে। যেমন- স্কুলে আসা যাওয়ার পথে বা খেলার মাঠে। ভয়ভীতি শিশুর মনে মারাত্মক চাপের সৃষ্টি করে যা তার লেখাপড়াকে বিঘ্নিত করতে পারে। এ জন্যে এ বিষয়টি শিক্ষক হিসেবে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে এবং হতে হবে সতর্ক। যাতে শ্রেণীকক্ষের ভেতর বা বাইরে কোথাও এ ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। এজন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী সাধারণত একা থাকে বা যাদের খুব অল্প সংখ্যক বন্ধু রয়েছে বা যারা আচার আচরণে একটু বেশী নম্র বা আলাদা তারাই এর শিকার হয়ে থাকে। কোন শিক্ষার্থী কোন ভয়ভীতির মধ্যে আছে কিনা তার লক্ষণ হল-

- হঠাৎ কোন শিক্ষার্থী তার আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে,
- কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের চোখের সংযোগ (eye - contact) এড়িয়ে চললে বা নিরব হয়ে গেলে,

- কারোর লেখা পড়ার মান আগের চেয়ে হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে ইত্যাদি।
- স্কুলে কেউ অনিয়মিত হয়ে পড়লে অথবা ঘনঘন মাথা বা পেটে ব্যথার অজুহাতে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতে চাইলে।

এসব ক্ষেত্রে নিপীড়নের শিকার শিক্ষার্থীর বাবা মা ও তার পরিচর্যাকারীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তবে সবার আগে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে, কোন শিক্ষার্থীর আচরণে কোন হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে কিনা। প্রয়োজনে আমরা তার আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়টি লিখে রাখব।

এ ছাড়াও আমরা স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে সবার মধ্যে সম্পর্ক কেমন তা নিরুপনে কোন জরীপ পরিচালনা করতে পারি। এতেও আমরা নিপীড়ন হচ্ছে কিনা তার একটা প্রাথমিক ধারণা পেতে পারি। নিচে দুধরনের প্রশ্নপত্র দেয়া হল। প্রথমটি হচ্ছে ভয়ভীতি প্রদর্শনমূলক ব্যবহারের একটি দ্রুত চেকলিস্ট। অপরটি শিক্ষার্থীদের স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের ভেতর ও বাইরের সম্পর্ক বিশ্লেষণের একটি বিশদ প্রশ্নমালা।[২] আপনি শিক্ষার্থীদের এ প্রশ্নমালাটি তাদের নাম উল্লেখ না করে পূরণ করার জন্য সরবরাহ করতে পারেন।

১. ভীতি প্রদর্শনের / নিপীড়নের ঘটনা

বিবরন	ঘটেনি	একবার ঘটেছে	একাধিক বার ঘটেছে
আমাকে ধাক্কা দেয়া হয়েছিল, লাথি মারা হয়েছিল, বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আঘাত দেয়া হয়েছিল।			
অন্যান্য ছেলে মেয়েরা আমার সম্পর্কে বাজে রটনা করেছিল			
আমার জিনিষপত্র কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল			
আমাকে নোংরা নামে ডাকা হয়েছিল কেননা আমি কোন কোন ক্ষেত্রে সবার মত নই			
অন্য কারণে ওরা আমাকে নোংরা নামে ডেকেছিল			
কোন কারণ ছাড়াই তারা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল এবং আমাকে অপমান করেছিল।			

[2] This checklist have been Adapted form Checklists originally designed by Tiny Arora and published in "Tackling Bullying in Your School: A Practical Handbook for Teachers,: A Sharp and PK Smith, editors.Routledge.1994

আমাকে উদ্দেশ্য মূলক খেলা থেকে বাদ দিয়েছিল।			
কোন একজন আমার সঙ্গে অন্যভাবে খারাপ আচরণ করেছিল			

২. সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রশ্নপত্র

আমি একজন ছেলে আমি একজন মেয়ে

বয়স ---------- গ্রেড ----------

বিবরন	ঘটেনি	একবার ঘটেছে	একাধিক বার ঘটেছে
আমার অপছন্দের একটি নামে আমাকে ডেকেছে			
আমার সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলেছে			
আমাকে লাথি মারতে চেয়েছে			
আমাকে একটি উপহার দিয়েছে			
যেহেতু আমি আলাদা এজন্য আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছে।			
বলেছে যে আমাকে মারবে			
আমার কাছ থেকে জোর করে টাকা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে			
আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে			
আমাকে খেলায় অংশ নিতে বারণ করেছে			

এ সপ্তাহে স্কুলে কোন একজন ঃ	ঘটেনি	একবার ঘটেছে	একাধিক বার ঘটেছে
আমাকে খারাপ জোক শুনিয়েছে তারপর বিচ্ছিরিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে।			
আমাকে দিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের আঘাত করতে চেয়েছে			
আমাকে মিথ্যা বলে বিপদে ফেলেছে			
আমাকে কোন কিছু বহন করতে সাহায্য করেছে			
আমার ক্লাসের কাজে আমাকে সাহায্য করেছে			
আমার হাঁটা নকল করে আমাকে ব্যঙ্গ করেছে			
আমার গায়ের রঙ নিয়ে আমাকে বিদ্রুপ করেছে			
আমার কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছে			
আমার সঙ্গে খেলেছে			

এটি একটি নমুনা প্রশ্নপত্র। স্থান কাল পাত্র ভেদে ভীতি বা নিপীড়নের বিবরণ ভিন্নতর হতে পারে। যাহোক, পূরণকৃত প্রশ্নপত্রটি আপনার হাতে আসার পর বিশ্লেষণ করে দেখুন কেউ নিপীড়িত হচ্ছে কিনা। সতর্ক থাকুন, কোন কোন শিক্ষার্থী নিপীড়িত হওয়া সত্বেও সঠিক তথ্য নাও দিতে পারে। যেহেতু এ প্রশ্নপত্রে কেউ নাম লিখবেনা সেহেতু এর মাধ্যমে নিপীড়িত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আপনি পরিকল্পনা করুন কিভাবে অন্যান্য শিক্ষক, বাবা মা, পরিচর্যাকারী এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন মোকাবেলা করবেন বা সম্ভাব্য নিপীড়ন প্রতিরোধ করবেন।

ভয় ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন মোকাবেলা:

ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়ন রোধ করতে শিক্ষকদের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন-

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ কমাতে এবং শরীর মন শিথিল করতে শারিরীক অনুশীলন করানো।

- শ্রেণীকক্ষে সবাই মিলে লেখাপড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে (যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে শিখনে সহায়তা করবে।)

- কর্তৃত্বপরায়নতা বাড়াতে সব শিক্ষার্থীদের অধিক ক্ষমতা দিন, যেমন- শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের নিয়ম নীতি তৈরী করতে দিন এবং বিভিন্ন কমিটিতে তাদের দায়িত্ব দিন।

- শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কমিটি প্রতিষ্ঠা করে তাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করুন এবং অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের কাজ করতে দিন।

- দ্বন্দ্ব নিরসনে চাইল্ড-টু-চাইল্ড পদ্ধতি অনুসরণ করুন

- সর্বোপরি ভয়ভীতি প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা নির্ধারণে শিক্ষার্থীদেরও মতামত নিন।

শিক্ষকরা নাটিকা বা রোল অভিনয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারেন। পাশাপাশি এ ধরনের অবস্থার শিকার শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষকরা আগাম কিছু কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রাখতে পারেন।

কুসংস্কার ও বৈষম্য :

অনেক সময় ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়নের পেছনে মানুষের কুসংস্কার (অর্থাৎ কারো সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা পোষণ) এবং বৈষম্য (অর্থাৎ কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী বা মানুষের সঙ্গে অন্যান্য মানুষদের মধ্যে নেতিবাচক পার্থক্য তৈরী করা) কাজ করতে পারে।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেণীকক্ষে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য রয়েছে কিনা তা বুঝতে হবে। তার আগে শিক্ষক হিসেবে নিজেকে কুসংস্কারমুক্ত এবং বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকলে তা দূর করতে হবে।

কর্মতৎপরতা: বৈষম্য বুঝতে পারা

এ কর্মতৎপরতাটি শিক্ষক, অভিভাবক ও একটু বড় শিক্ষার্থীদের নিয়ে করা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল, একটি স্কুলে কত ধরনের কুসংস্কার বা বৈষম্য থাকতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা। এছাড়াও কুসংস্কার বা বৈষম্য কিভাবে ব্যক্তি বিশেষকে প্রভাবিত করে থাকে সে

বিষয়েও আলোকপাত করে থাকে। এ তৎপরতা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা পাবো, যেমন-

- যে কেউ নিপীড়নকারীর নিপীড়নের শিকার হতে পারে
- যে কোন ব্যক্তি এমন কি শিশুও কুসংস্কার ও বৈষম্য হলে তা বুঝতে পারে।

নির্দেশনা ঃ এ কর্মতৎপরতাটির সময়সীমা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। এ কাজে প্রতিটি ছোট দলে অংশগ্রহণকারীর মাথাপিছু দশ মিনিট সময় লাগতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের পাঁচ বা ছয়টি দলে ভাগ করুন। তাদেরকে বলুন স্কুলে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য তারা দেখে থাকলে তা নিয়ে তাদের কথা বলতে। এ ক্ষেত্রে নিচের পরামর্শসমূহ কাজে লাগাতে পারেন।

১. কুসংস্কারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ অনুশীলন করে দেখানো উদ্দেশ্যমূলক হবে না।

২. অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্কুলের প্রশাসক বৃন্দ বা স্কুলের সাধারণ পরিবেশ-সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করতে পারে।

৩. তারা স্কুলের পাঠক্রম, শিক্ষন-পদ্ধতি, শিক্ষা-উপকরণ, পারস্পারিক সম্পর্ক এবং স্কুলের পরিবেশের অন্যান্য দিক নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

৪. সাধারণত অংশগ্রহণকারীরা প্রথমেই জাতিগত, ধর্মীয় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচয়ে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্য আছে কিনা তা চিন্তা করে দেখবে। কিন্তু এগুলো ছাড়াও অন্য কোন দিক দিয়ে কুসংস্কার বা বৈষম্য রয়েছে কিনা তা তাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন- সাধারণতঃ বলা হয় মেয়েরা বিজ্ঞানে ভাল করতে পারে না কিংবা প্রতিবন্ধীরা খেলাধুলো করতে পারে না ইত্যাদি।

৫. সবশেষে, তাদের বলুন যে একজন নিপীড়িত বা নিপীড়নকারী হিসেবেও তারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন হতে পারে। মজার ব্যাপার হল যে খুব কমসংখ্যক অংশগ্রহণকারী স্বীকার করে যে তার ভূমিকা একজন নিপীড়নকারীর । এক্ষেত্রে কেউ যদি এটা স্বীকার করেও তবে এটির ওপর অভিব্যক্ত করার বিশেষ সুযোগ তৈরী হবে।

প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে তার কথা বলার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন এবং প্রয়োজনে, তার অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য আরো পাঁচ মিনিট বাড়িয়ে দিন। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা জানা বিশেষ জরুরী এ কারণে যে, এর মাধ্যমে জানা যাবে যে, ভয়ভীতি প্রর্দশনের সময় আক্রান্ত ব্যক্তির কেমন অনুভূতি হয়েছিল। আপনি অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, নিপীড়নের ঘটনা তাদের মানসে ও আচরণে কি প্রভাব ফেলেছিল এবং এ ধরনের ঘটনা কি করলে এড়ানো যেত বলে তারা মনে করে।

সবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষে, আপনি স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে বিরাজমান (যদি থাকে) কুসংস্কার ও বৈষম্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীদের কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন-

১. কুসংস্কার ও বৈষম্যের ওপর আপনার অভিজ্ঞতা সবার কাছে বর্ণনা করে কেমন অনুভব করলেন?

২. আপনি/আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা অন্যের অভিজ্ঞতা বর্ণনা থেকে কি শিখলেন যা আপনি আপনার শিক্ষণে (শিক্ষক হলে) এবং দৈনন্দিন জীবনে আলাদা ভাবে একে মোকাবেলা করতে পারবেন?

৩. প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন? এর মধ্যে এমন কিছু কি রয়েছে যা বেশ আগ্রহোদ্দীপক?

৪. আপনাদের মধ্যে কি কেউ স্কুলে কোন কুসংস্কার বা বৈষম্যজনিত ঘটনার কথা মনে করতে পারেন? হ্যাঁ হলে তা কেন ঘটেছিল?

৫. অন্যদের বলা কোন অভিজ্ঞতা থেকে আপনার নিজের আরও কোন অভিজ্ঞতা কি মনে পড়ে যাচ্ছে?

শিক্ষাক্রম ও শিখন উপকরণে পক্ষপাতিত্ব

আমাদের শিক্ষাক্রমে বা শিখন উপকরণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কুসংস্কার বা বৈষম্য চিহ্নিত হতে পারে । বিশেষ করে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ নেতিবাচক ভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পথ শিশুরা চোর বা পকেটমার হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হতে পারে, তাদেরকে দরিদ্র বলা হতে পারে কিংবা মেয়েরা শুধুমাত্র ঘরের কাজ করছে আর ছেলেরা বাইরের কাজ করছে এমনভাবে দেখানো হতে পারে ইত্যাদি।

অথচ পথ শিশুরা দরিদ্র হলেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মজীবি। কারোর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের প্রতিভা ও সামাজিক দক্ষতা। আবার এটা সর্বজন বিদিত যে মেয়েরা তাদের প্রতিভা একটি ছেলের মতই সমান ভাবে কাজে লাগাতে পারে। কাজেই আমাদের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ যত বেশী বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন বা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার কথা সমান ভাবে তুলে ধরবে ততই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সব শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে।

বিশেষত ঃ আমাদের সমাজে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। বুকলেট -৩ এ আমরা জেনেছি একটি সমাজে নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকা (জেন্ডার রোল) নানা ধরনের হতে পারে। প্রচলিত ধারণার কারণে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করে তাদের ঘরের কাজে বেশী লাগানো হয়। মেয়েদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ আমাদের শিক্ষা শিখন উপকরণেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যখন মেয়েরা দেখবে যে পাঠ্য পুস্তকে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম সক্রিয় দেখানো হয়েছে তখন তা তাদের অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে তুলনামূলক ভাবে কঠিন বিষয় যেমন গণিত বা বিজ্ঞানে মেয়েরা খারাপ ফল করতে পারে। মেয়েদের ধারণা হতে পারে এসব বিষয় তাদের জন্য নয় বরং এগুলো ছেলেদের বিষয়। এজন্য শ্রেণীকক্ষে একীভূত পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে লিঙ্গ সমতা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের শিক্ষণ উপকরণ তখনই একীভূত হবে যখন -

- আমরা সব ধরনের ছেলেমেয়ে - ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব।
- ছেলেমেয়েদের শিখন চাহিদা ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।
- সবার সংস্কৃতি উপযোগী হবে।
- সামাজিক ভিন্নতাকে মূল্য দেবে (যেমন - আর্থসামাজিক ভিন্নতা ; দরিদ্র পরিবারের শিশুদের সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখানো)।
- ভবিষ্যত জীবনের জন্য কার্যকর হবে।
- নারী ও পুরুষকে নানা ভূমিকায় দেখানো হবে।
- সাম্য অবস্থা বোঝাতে সঠিক ভাষা প্রয়োগ করা হবে।

আপনি কিভাবে যাচাই করবেন যে আপনার ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণে জেন্ডার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাম্য প্রতিফলিত হয়েছে কিনা?

১. **বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও ছবি যাচাই করুন** - দেখুন বইয়ের চরিত্রগুলো বাঁধাধরা (Stereo-typed) কিনা। যেমন পুরুষকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম এবং নারীকে সন্তান পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখানো)। অঙ্গসজ্জাঃ কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর বা সংস্কৃতির মানুষজনকে প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে কি? এদের মধ্যে কে কি করছে? প্রতিবন্ধী শিশুদের কি নিষ্ক্রিয় নাকি সক্রিয় হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেমন তারা খেলাধূলো করছে; সবার সঙ্গে নানা কাজ করছে -এভাবে দেখানো হয়েছে কিনা? তাদেরকে কি ইতিবাচক হিসেবে দেখানো হয়েছে?

২. **গল্প বা ঘটনা পরীক্ষা করে দেখুন** -পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত গল্প বা ঘটনা কিভাবে উপস্থাপিত ও সমাপ্তি টানা হয়েছে? গল্প বা ঘটনাসমূহে ক্ষুদ্র চরিত্রসমূহ (যেমন -আদিবাসী, প্রতিবন্ধী) কি ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? গল্পে বর্ণিত নারী ও পুরুষের সাফল্য কি তাদের উদ্যোগ ও বুদ্ধিমত্তার কারণে এসেছে নাকি তাদের শারিরীক সৌন্দর্যের কারণে সম্ভব হয়েছে? একই ঘটনা বা গল্পে নারী ও পুরুষকে যে ভূমিকা পালন বা কাজ করতে হয়েছে তা উল্টো করে দিলে ঘটনাটি কি একই রকম থাকবে?

৩. **চরিত্রসমূহের জীবন যাপন খতিয়ে দেখুন** - গল্পের ঘটনা ও বর্ণনায় কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চিত্রিত করতে গিয়ে তা'কি খুব সাদামাটা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে নাকি গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে?

৪. **চরিত্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক খেয়াল করুন** -ঘটনায় ক্ষমতা কার কাছে দেখানো হয়েছে? কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? নারী কি একজন সক্রিয় সমর্থনকারী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে নাকি তাকে অধীনস্থ দেখান হয়েছে?

৫. **মূল চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন** -মূল চরিত্রসমূহ কি বিশেষ কোন সংস্কৃতির জন গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছে? কোন প্রতিবন্ধীকে কি মূল চরিত্র দেখানো হয়েছে? কোন নারীকে কি মূল চরিত্র হিসেবে দেখান হয়েছে?

6. **শিশুর স্ব-স্ব ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন কিছু রয়েছে কিনা দেখুন** - শিশুর আশা আকাঙ্খাকে অবদমিত করতে পারে এমন কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে কি? এ ধরনের যে কোন কিছু শিশুর দৃষ্টিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বর্ণিত ঘটনা বা গল্পে যদি ছেলেদের সাহসী এবং সব কাজে পারঙ্গম অপরদিকে মেয়েদের ভীতু ও শুধুমাত্র কিছু কাজে সীমিত ভাবে দক্ষ হিসেবে দেখান হয়এতে মেয়েদের নিজস্ব ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে।

তাই সাম্য ও একীভূত মূল্যবোধের বিচারে আমাদের শিক্ষা উপকরণ গুলো যথাযথ কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিচের চেকলিস্টটি পূরণ করুন।[৩]

শিখন উপকরণে সাম্য যাচাইয়ের চেকলিস্ট:

পরিমাপক	বিষয়বস্তু		অঙ্গ সজ্জা	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
ছেলে ও মেয়ের ভূমিকা কি সমান? (যেমনঃ ডাক্তার, শিক্ষক, মাঠকর্মী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হিসেবে)				
ছেলে ও মেয়ের কাজ কি সমান? (যেমনঃ খেলাধূলা করা, পড়া, কথা বলা, কাজ করা ইত্যাদি)				
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের আচরণ কি সমান? (যেমনঃ সক্রিয়, সাহায্যকারী হাসিখুশী, সবল, উৎপাদনশীল ইত্যাদি)				
মেয়েরা কি কখনো কখনো নেতা?				
মেয়েরা কি আত্ম-বিশ্বাসী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী?				
মেয়েরা কি ছেলেদের মত বুদ্ধিমান?				
মেয়েরা কি ছেলেদের মতই বাইরের কাজ করে?				
মেয়েরা ও ছেলেরা কি একই ভাবে সমস্যা সমাধান করছে?				
মেয়েরা ও ছেলেরা কি একত্রে কাজ করে?				
উপকরণের বিষয় কি মেয়েদের কাছে আগ্রহোদ্দীপক?				
বিষয় বস্তু কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের				

[৩] ঈড়ঁহপরষ ড়হ ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ইড়ড়শং ভড়ৎ ঈযরষফৎবহ. (১৯৮০) এঁরফবষরহবং ভড়ৎ ঝবষবপঃরহম ইরধং-ঋৎববব ঞবীঃনড়ড়শং ধহফ ঝঃড়ৎুনড়ড়শং. ঘবি ণড়ৎশ

শিশুদের কাছে ভাল লাগছে?				
পশুপাখীর গল্পে কি লিঙ্গ ভারসাম্য করা হয়েছে?				
ইতিহাসে কি মেয়েদের কথা বলা হয়েছে?				
মেয়েদের কি সাহিত্য ও শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?				
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?				
ব্যবহৃত ভাষা কি স্থানীয় সমাজের উপযোগী? (যেমন -জিনিস পত্রের নাম, কাজকর্মের নাম ইত্যাদি)				
ব্যবহৃত ভাষায় কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়েরা আকৃষ্ট হতে পারে?				
ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তাদের মেয়েদের প্রতি কি কোন বৈষম্য দেখানো হয়েছে?				

শিখন উপকরণ অবশ্যই লিঙ্গ, জাতিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা তুলে ধরার পাশাপাশি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের শিখন চাহিদা এবং নানা ধরনের পেশা, বয়স এবং পরিবারের উদাহরণ সমানভাবে উপস্থাপিত করবে।

প্রয়োজনে স্কুলে ও শ্রেণীকক্ষের চাহিদা অনুযায়ী শিখন উপকরণে যথাযথ বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করা সম্ভব। আপনি, আপনার সহকর্মী এমনকি আপনার শিক্ষার্থীরাও মেয়েদের ভূমিকা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের উপকরণে সমানভাবে উপস্থাপিত করতে নতুন কোন পাঠ বা ছবি সংযোজন করতে পারেন।

কর্মতৎপরতা: শিক্ষণীয় উপকরণে সাম্য যাচাই:

আমরা জেনেছি শিক্ষা উপকরণে পক্ষপাতিত্ব চিহ্নিত করতে কি কি বিষয় দেখতে হবে। এখন আমরা যেকোন একটি পাঠ্য বই বা রেফারেন্স বই নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হলে, একটু বড় শিক্ষার্থীরাও উপকরণ বিশ্লেষণ করে তাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজন বা পরিমার্জন করতে পারবে। অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের এ কাজে কার্যকরভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

নিচের ছকটিকে এ ধরনের বিশ্লেষণের কাজে লাগানঃ

বিশ্লেষণের ক্ষেত্র	পক্ষপাতিত্ব রয়েছে? কোন্ পাতায়?	উপকরণ উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নেয়া যায়?	কোন সাহায্য প্রয়োজন?
পাঠ-উপকরণের অঙ্গসজ্জা পরীক্ষা করুন			
গল্পের লাইন; পরীক্ষা করুন			
চরিত্রসমূহের জীবন-যাপন কেমন?			
চরিত্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?			

মূল চরিত্রটি কেমন?			
শিশুর ব্যক্তি সত্ত্বার কোন প্রভাব পড়ছে কি?			
চরিত্রের বিভিন্নতা রয়েছে?			
ভাষা কেমন?			

লিঙ্গ ও শিক্ষণ:

শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছাকৃত ভাবেই লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট কিছু গৎবাঁধা কাজ করতে পারেন। যেমন-

- প্রশ্ন উত্তরের ক্ষেত্রে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের প্রাধান্য দেওয়া
- মেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ এবং ছেলেদের যন্ত্রপাতির কাজ দেওয়া
- ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য মেয়েদের সমালোচনা করা
- সঠিক উত্তর বা কাজের জন্য ছেলেদের পুরস্কৃত করা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সবসময় না করা।
- ছেলেদের মেয়েদের তুলনায় বেশী দায়িত্ব দেওয়া (যেমন- ছেলেদের ক্লাসের নেতা বা দলের নেতা বানানো ইত্যাদি)। বা,
- পক্ষপাতদুষ্ট পাঠ্য বই ও অন্যান্য শিখন উপকরণ ব্যবহার করা।

উপরন্তু, অনেক শিক্ষকই অবচেতন মনে শ্রেণীকক্ষে ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমাদের ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সমানভাবে শিখনের সুযোগ দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কোন আইডিয়া বা ধারণা যা স্থানীয় সংস্কৃতি বা সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার বিরুদ্ধাচারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে দেখতে হবে এ ধরনের ধারণা আমাদের শিক্ষণকে এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগকে কতটুকু প্রভাবিত করছে।

কর্মতৎপরতা ঃ জেন্ডার -সাম্য ঃ

আপনি আপনার শ্রেণীকক্ষের কাজের অংশ হিসেবে আপনার স্কুলের এবং সমাজের ধারণা পেতে একটি ছোট্ট জরিপ চালাতে পারেন। নিচের ছকে, ছেলে ও মেয়েরা বাড়ীতে বা সমাজে কি ধরনের কাজ করে (যেমন- পানি আনা, রান্না করা, বাচ্চা দেখা শোনা, গরু-ছাগল চড়ানো ইত্যাদি) এবং শিক্ষক হিসেবে আমরা ক্লাসে বা স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়ালেখা ছাড়া অন্য কি ধরনের কাজ আশা করি (যেমন - শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কারকরা, বেঞ্চ, টেবিল সাজানো ইত্যাদি) তা লিখে রাখতে পারেন। আমরা স্কুলে ছেলে ও মেয়েদের যে ধরনের কাজ করতে দেই তা কি তারা বাড়ীতে বা সমাজে করে থাকে? এ কাজগুলো সমাজে কি প্রচলিত নারী ও পুরুষের কাজের অনুরূপ? মেয়েরা যে কাজ করতে পারে তাদের কে কি সেসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়?

ছেলে	মেয়ে	মন্তব্য	
বাড়ী বা সমাজ			
স্কুল			

জরিপের ওপর ভিত্তি করে, আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা কি কাজ করবেন যাতে সবাই বুঝতে পারে যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ কিভাবে করা যায় এবং কিভাবে দায়িত্ব নেয়া যায়?

আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা স্কুলে ও কমিউনিটিতে কি উদ্যোগ নিবেন যাতে স্কুলের কর্মীরা ও সমাজের সদস্যবৃন্দ সব কাজে সব ছেলেমেয়েকে সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেবে, যাতে তাদের নিজেদের স্কুলের তথা সমাজের উন্নয়ন হয়?

ভিন্নতা ও প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কৌশল[৪]

আমরা যখন একীভূত শ্রেণীকক্ষ তৈরী করছি এবং চেষ্টা করছি সব ধরনের সামর্থ্যের শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করতে, আমাদের উচিত তাদের সুবিধার্থে কিছু কৌশল প্রণয়ন করা। যেমন-

- **অনুক্রম বজায় রাখা** ঃ শ্রেণীকক্ষের বড় কাজসমূহকে ছোট ছোট কাজে বিভক্ত করুন এবং সেগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দিন।

- **পুনরাবৃত্তি করা ও ফিডব্যাক প্রদানঃ** প্রতিদিন দক্ষতা পরীক্ষা করুন, পুনরানুশীলন করতে বলুন এবং প্রতিদিনই কাজের ওপর ফিডব্যাক প্রদান করুন।

- **ছোট্ট করে শুরু করুনঃ** অভীষ্ঠ দক্ষতাকে ছোট ছোট্ট ইউনিট বা কর্মকুশলতায় বিভক্ত করুন, সবগুলো মিলিয়ে পুরো কাজটি বাস্তবায়ন করুন।

- **জটিলতা কমানঃ** কাজগুলোকে সহজ থেকে জটিলে আনুক্রমিকভাবে সাজান এবং কাজ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত প্রদান করুন।

- **প্রশ্ন করাঃ** প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশ্ন (কিভাবে) জিজ্ঞেস করুন বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রশ্ন (কি) জিজ্ঞেস করুন।

- **গ্রাফিক্স দিনঃ** ছবি বা চিত্রের মাধ্যমে সব কিছু উপস্থাপিত করুন।

- **দলীয় নির্দেশনাঃ** শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা সহযোগিতা দিন।

---

[4] Excerpted from: Swanson HL. (1999) . Instructional components that predict treatment outcomes for students with learning disabilities: support for a combined strategy and direct instruction model. Learning Disabilities Research and Practice, 14(3), 129-140

- অন্য শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে কাজে লাগানঃ শিখন কাজে বাড়ীর কাজ ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনে অভিভাবক, শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাজে লাগান।

এছাড়া সহপাঠী অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রতিবন্ধী সহপাঠীর সাথে জুটি তৈরী করে দিয়ে তার দায়িত্ব নিতে সহযোগিতায় উৎসাহিত করুন। যেমন-তাকে লেট্রিন, খেলার মাঠ বা লাইব্রেরীতে নিয়ে যাওয়া কিংবা বাইরে ফিল্ড ট্রিপে সঙ্গ দেয়া বা তাকে কিছু পড়ে শোনানো ইত্যাদি। অ-প্রতিবন্ধী সহপাঠী শিক্ষার্থীকে এ কাজে উৎসাহিত করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করুন এবং জানান তারা কিভাবে এবং কত ভালভাবে তাদের প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের সহযোগিতা করতে পারে।

আপনার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কথা বলুন বিশেষতঃ যে ধরনের প্রতিবন্ধিতা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বা সমাজের লোকজনের মধ্যে দেখা যায়। এ ছাড়াও একজন বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আপনার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে আলাপ করতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের বলুন প্রতিবন্ধিতা ছোঁয়াচে নয়, বা কোন রোগ নয়, দুর্ঘটনা বা জিনগত কারনে হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, চোখে বা কানে কোন সংক্রমণের কারনে দেখা বা শোনায় সমস্যা হতে পারে। অ-প্রতিবন্ধী সহপাঠী যাতে তার প্রতিবন্ধী সহপাঠীকে সাহায্য করে সেজন্য তাদের প্রতিবন্ধীদের সাফল্যের নানা কাহিনী শোনান।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু

দৃষ্টি-সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের চিহ্নিত করা:

অনেক শিশু অন্য সব শিশুদেও মত ভালভাবে দেখতে পায়না। যদি সমস্যটি আগেই চিহ্নিত করা যায় তবে সমাধান সম্ভব। ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের এ সমস্যা হলে নাজুক আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে তাদের ভোগান্তি আরো বেড়ে যায়। এ ছাড়াও এ ধরনের শিশুরা সহজেই অন্যান্যদের হয়রানি, টিজিং এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়ে থাকে। কাজেই অল্প বয়সে দৃষ্টি জনিত সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করা খুব জরুরী। সমস্যা চিহ্নিত করার নানা পথ রয়েছে। একটি হল অন্যান্য ছেলেমেয়ে বা সহপাঠী তার সমস্যা আগে ধরতে পারে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষককে তারা জানাতে পারে।

শিশু ভাল দেখতে পাচ্ছে না কখন বুঝবেন?[৫]

- কোনকিছুর সাথে ধাক্কা খাওয়া;
- দূরের বা কাছের যেকোন পাঠ যোগ্য জিনিষ পড়তে অসুবিধা হলে;
- সোজা লাইনে লিখতে অসুবিধা হলে;
- সুঁইয়ে সুতো পরাতে অসুবিধা হলে;
- বই চোখের খুব কাছে নিয়ে পড়লে এবং পড়তে পড়তে চোখ থেকে পানি পড়লে;
- প্রায়ই মাথা ব্যথা বা চোখ চুলকানির কথা বললে;
- খেলার সময় ছুড়ে দেওয়া বল ধরতে না পারলে;
- কাপড় পড়ার সময় উল্টা সোজা ঠিকমত বুঝতে না পারা;
- কোন কিছু এলোমেলোভাবে সাজালে; বা
- কিছু আনতে বললে অন্য কিছু নিয়ে এলে।

শিশুর দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা করা:

যে সব শিশু ঠিকমত চোখে দেখতে না পায় তাদের শিখন ও স্কুলে থাকার স্বার্থেই দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করা জরুরী। দেখার সমস্যা চিহ্নিত করতে নিচের উদাহরণের সাহায্য নেয়া যেতে পারেঃ

---

[5] This section on "Children Who Have Difficulty seeing" was adapted from: Bailey D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child –to- Child Activity Sheets. London: The Child- to- Child Trust

একটি সাধারণ আই-চার্ট (eye-chart) তৈরী:

ধাপ - ১ঃ একটি স্টেনসিলে ছয় ধরনের আকৃতির 'E' তৈরী করুন। একটির উচ্চতা হবে ৬ সে.মি.। অপরগুলোর যথাক্রমে ৪.৫ সে.মি, ৩ সে.মি., ১.৫ সে.মি., ০.৫ সে.মি. এবং ০.২৫ সে.মি. (নিচের নমুনা অনুযায়ী)। লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রতিটি অক্ষর যেন সঠিক আকারের হয় এবং প্রতিটি অক্ষরের মাঝখানে ফাঁকা থাকে।

ধাপ -২ঃ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্টেনসিল ব্যবহার করে সঠিক আকারের একটি 'E' তৈরী করতে বলুন এবং সেসঙ্গে অক্ষরটিকে কালো রং করতে বলুন।

ধাপ -৩ঃ আপনার বানানো প্রতিটি 'E' কে একটি সাদা আর্ট পেপার বা বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগান। চার্টটি দেখতে নিচের নমুনার মত হবে।

ধাপ -৪ এবার চোখ পরীক্ষা। ভালো আলো আছে এমন একটি জায়গায় চার্টটি টাঙ্গিয়ে দিন। চার্ট থেকে ৬মি. দূরত্ব পর্যন্ত একটা লাইন টেনে দিন। একে একে প্রতিটি শিক্ষার্থী লাইনের এ প্রান্তে দাঁড়াবে এবং হাতে ধরে রাখবে তাদের বানানো 'E' অক্ষরটি। চার্টের কাছে একজন শিক্ষার্থী আঙ্গুল বা কোন কাঠি দিয়ে প্রতিটি অক্ষর নির্দেশ করবে এবং অপর প্রান্তে দাঁড়ানো শিক্ষার্থী তার হাতের 'E' টি চার্টের 'E' এর অবস্থান অনুযায়ী দেখাবে। অর্থাৎ চার্টের 'ঊ' টি সোজা অবস্থানে থাকলে তার হাতের 'E' টিও সোজা করে দেখাবে। উল্টো হলে উল্টো করে ধরবে। এভাবে বড় অক্ষর থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে ক্ষুদ্রতম অক্ষর-এ যেতে হবে।

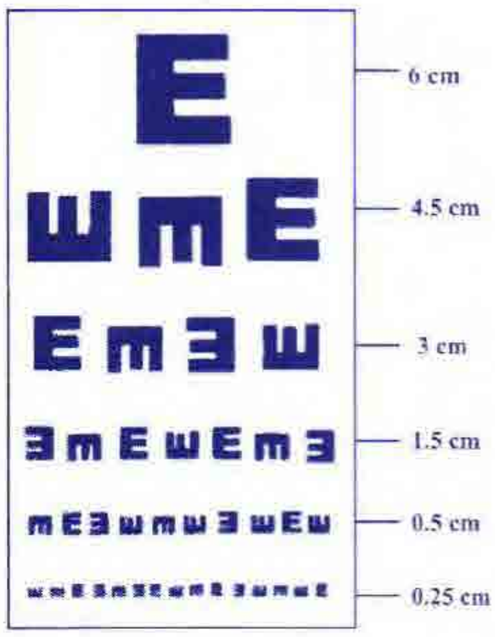

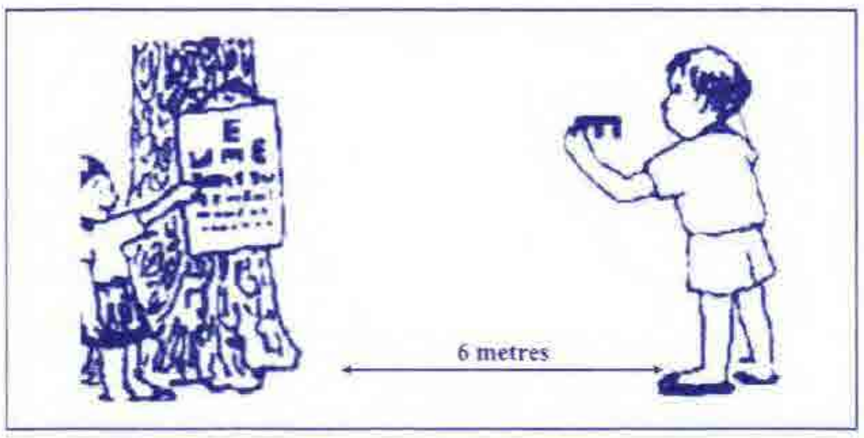

ধাপ -৫ঃ এ পরীক্ষাটি যারা দিয়েছে তারা অন্যান্যদেরও চোখ পরীক্ষা করতে পারবে। ওপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নিচের ক্লাসের শিশু শিক্ষার্থীদের এ পরীক্ষা করে দিতে পারে। (বিশেষত যারা সদ্য স্কুলে যাবে।)। এছাড়াও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মী বা চক্ষু বিশেজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থানীয় বর্ণমালার সাহায্য বা একই ধরনের চোখ পরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদের সাহায্য করা ঃ

ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন কোন শিশু যখন প্রথম স্কুলে আসে তখন তার ও তার সঙ্গে আসা অভিভাবকদের সঙ্গে একা কথা বলুন। শিশুটির সঙ্গে আপনি কথা বলে তাকে বুঝিয়ে বলুন আপনি কে। তাকে স্পর্শ করতে বলুন আপনাকে ।

এরপর তাকে তার সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। সবাইকে বলুন যে সে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যেমন স্পর্শ, শোনা এবং গন্ধ নেয়ার অনুভূতি ব্যবহার করে অন্য সবার মত সব কিছু করতে পারবে। নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করা যাবে এবং সাহায্য করার মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।

যদি শিশুটি তার সহপাঠীদের একদমই দেখতে না পায় তবে তার কয়েকজন সহপাঠীর নাম তাকে বলুন। শিশুটিকে তাদের নাম ও গলার স্বর না চেনা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথা বলতে দিন, তাদেরকে স্পর্শ করতে বলুন। এরপর ক্লাসের অন্য সহপাঠীদের নাম তাকে বলুন যাতে শিশুটি তার সব সহপাঠীকে চিনতে পারে।

দৃষ্টিহীন কোন শিশুর কারো কাছে নিঃশব্দে কেউ এলে সে বুঝতে পারে না। সেজন্য এ ধরনের শিক্ষার্থীর সামনে এলে আপনি কথা বলবেন, যাতে সে বুঝতে পারে আপনি সেখানে আছেন। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরও তাই করতে বলে দিন।

ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লেখার সময় বড় বড় করে অক্ষরে লিখবেন এবং অন্যান্যদেরও তাই করতে বলবেন। যে কোন নির্দেশনা মুখে বলে দিন। কখনো ভাববেন না সবাই ব্ল্যাকবোর্ড থেকে পড়তে পারবে। দৃশ্য-উপকরণে কি আছে তা সুনিদির্ষ্ট করে বলে দিন (যেমন- 'বাম দিকে'----------লেখা হয়েছে' ইত্যাদি) ক্ষীণ দৃষ্টির শিক্ষার্থীকে শিখণ উপকরণ হাতে ধরতে দিন। যেমন- কোন মানচিত্র বোঝানোর জন্য চারিদিকের সীমানা মোটা সূতো দিয়ে চিহ্নিত করে দেবেন। ক্ষীণ দৃষ্টির বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনে একজন পাঠকারী'র ব্যবস্থা করে দিন, যে বা যিনি ক্ষীণ দৃষ্টির শিক্ষার্থীদের কোন বই বা লেখা পড়ে শোনাবেন এবং তাকে শিখনে সহায়তা করবে। কোন সহপাঠী বা বড় ক্লাসের শিক্ষার্থী বা একজন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষককে পাঠকারীর কাজে লাগাতে পারেন।

আংশিক দৃষ্টি শক্তি রয়েছে এমন শিক্ষার্থী কিছুটা হলেও অন্যদের মত পড়তে ও লিখতে পারে। এ ধরনের শিক্ষার্থীকে বর্ণমালা ও সংখ্যা লিখতে শেখান। চকের সাহায্যে একটি শ্লেটে তাকে শেখানো শুরু করতে পারেন। লেখার সুবিধার্থে প্রয়োজনে শ্লেটের ওপর আড়াআড়িভাবে হালকা তার লাগিয়ে দিন। শিক্ষার্থী যখন কাগজে লেখা শিখবে তখন এক টুকরা কাঠের ওপরও তার স্থাপন করে দিন এবং শিক্ষার্থীকে তারের ফ্রেমের নিচে কিভাবে কাগজ স্থাপন করে লিখতে হয় তা শিখিয়ে দিন।

শ্রবণ ও বাক সমস্যাগ্রস্থ শিশু :

যেসব শিশুর শ্রবণে ও কথা বলায় সমস্যা রয়েছে তারা প্রায়ই যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে থাকে। আমরা যদিও অপরের সঙ্গে যোগাযোগের নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। তারপরও শুনে ও কথা বলে আমরা মূলত অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে শোনা ও ভাষার ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের চিহ্নিত করা :

কম শুনতে পায় বা শোনায় সমস্যা রয়েছে এধরনের শিশুদের চিহ্নিত করতে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ করুন:[৬]

[6] adapted from: Bailey D, Hawes H and Bonati B. (1994) Child to Child: A Resource Book. Part 2: The Child –to- Child Activity Sheets. London: The Child- to- Child Trust

- শব্দের উৎস কোথায় তা দেখতে না পেলে যদি শিশু কোন শব্দ বা স্বর না বুঝতে পারে;
- শিশু অবাধ্য হলে বা কোন অনুরোধ না শুনলে;
- শিশুর কানে কোন সংক্রমণ ঘটলে বা কান থেকে তরল পদার্থ বা পুঁজ বের হলে;
- শিশু কোন কথা বুঝতে বক্তার ঠোঁটের নড়াচড়ার দিকে খেয়াল করলে;
- শিশু কোন কিছু শুনতে শব্দের সম্ভাব্য উৎসের দিকে মাথা ঝুঁকে পড়লে;
- শিশু খুব জোরে বা অস্পষ্ট ভাবে কথা বললে;
- শিশু হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলে বা উগ্র মেজাজী হয়ে উঠলে বা একা একা থাকতে চাইলে;
- লেখাপড়ায় শিশুর যতটা ভাল করা উচিত ততটা ভাল না করলে;

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে যোগাযোগের উপায়:

যেসব শিশু জন্ম থেকে বধির তারা হয়তো কথা বলতে পারে না। তাই অনুভূতি, চাহিদা বা ভাবনা প্রকাশ করতে তাদের শারিরীক অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোন প্রকাশ ভঙ্গি শেখাতে হবে। অপরদিকে, শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য হাত, মুখ বা শরীর নেড়ে চেড়ে কথা বলার পদ্ধতি বা লিখন ব্যবহার করুন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও তার সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দিন।

শিশুটির সঙ্গে কথা বলার আগে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যাতে সে বুঝতে পারে আপনি কথা বলছেন। সে যাতে আপনাকে ভালভাবে দেখতে পায় তা নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আলোর কাছাকাছি দাঁড়ান যাতে আপনার মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের আচরণ মাঝে মাঝে খুবই বিরক্তিকর হয়ে থাকে। কি বলা হচ্ছে তার দিকে তাদের প্রায়শই নজর তাকে না। তাদেরকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি তাদের মনোযোগ অন্যত্র থাকে তবে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বা আপনার কথায় আগ্রহী করতে চেষ্টা করুন। যেমন- ক্লাসে আপনি ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বৃত্তাকারে বসুন যাতে সবাই সবাইকে দেখতে পায় ও সবাই সবার কথা শুনতে পায়। পাঠের শুরুতে কোন ছবি, বস্তু বা মূল শব্দের ছবি (ভিজ্যুয়াল ক্লু) ব্যবহার করুন। শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিশুর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বললে সে পরিষ্কার ভাবে শুনতে পারে। যদি তাই হয় তার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি তাই করুন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকেও তাই করতে বলুন।

এক্ষেত্রে আপনি যখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তখন তাকে আপনার কথা শুনতে ও বুঝতে সময় দিন। উত্তরে শিশু শিক্ষার্থীটি যে শব্দ উচ্চারণ করবে বা করতে চাইবে তা সঠিক না হলে আপনি পরিষ্কার ভাবে এবং ধীরে ধীরে সঠিক শব্দটি উচ্চারণ করে বলে দিন (যা সে বলতে চেয়েছিল।) আপনি যখন সঠিক শব্দটি উচ্চারণ করতে থাকবেন তখন যেন শিশুটি আপনার মুখ ভালভাবে দেখতে পায়।

শ্রবণ সমস্যাগ্রস্ত শিশুর সঙ্গে যোগাযোগে তাই শারিরীক ও মুখের অভিব্যক্তি ব্যবহার করুন। একইভাবে তার সহপাঠীরাও শারিরীক অঙ্গ ভঙ্গি ও মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলতে পারে। এ ধরনের শিশু নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করে তা বুঝতে চেষ্টা করুন। তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সম্ভাব্য সবধরনের কৌশল ব্যবহার করুন।

যদি শিশুটি আংশিক শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তবে তাকে কথা বলানো শেখান। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ কথা বলা শিখে ফেলে আবার কেউ কেউ কিছু কিছু শব্দ বলার চেষ্টা করে যা অনেক সময় বোঝা যায়। শিক্ষক হিসেবে আপনি বিশেষ কোন এনজিও, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থেকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (Sign Language) শিখে নিয়ে আপনার শ্রেণীকক্ষে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সহায়তায় এগিয়ে আসুন।

শিশু যদি হিয়ারিং এইড ব্যবহার করে, তবে খেয়াল করুন সে সব ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিনা। একই সঙ্গে অনেকে কথা বললে তার পক্ষে সবার গলার স্বর আলাদা ভাবে চিনতে অসুবিধা হতে পারে। আপনি যখন বক্তৃতা দেবেন তখন আপনার বক্তৃতার নোট নিতে পারে এমন একজন সহপাঠীর পাশে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুটিকে বসতে উৎসাহিত করুন যাতে তখন সে আপনার ঠোঁটের নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারে।

কর্মতৎপরতা: খেলা ও অনুশীলন :

একীভূত শ্রেণীকক্ষে পরিবেশ তৈরীতে খেলা ও শারিরীক অনুশীলন একটি কার্যকর উপায়। নিচে বর্ণিত কয়েকটি খেলা আপনি শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন করাতে পারেন যা সবাই উপভোগ করবে।

শারিরীক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহায়তা করে। আপনি যখন এ ধরনের অনুশীলন করাবেন খেয়াল রাখবেন যাতে ক্লাসের সব ধরনের শিক্ষার্থী তা উপভোগ করতে পারে। যেমন- যেসব শিক্ষার্থী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, তারা যদি বল দিয়ে খেলা করে তবে বলের ভেতর ছোট কোন ঘন্টা বা ঝুমুর ঢুকিয়ে দিন যাতে তা নড়াচড়ার সাথে সাথে ঘন্টা বা ঝুমুরের আওয়াজ শুনতে পারে।

কিছু ছেলেমেয়ে আবার দৌড় ঝাঁপের খেলা খেলতে পারে না। তাদের কথা বিবেচনা করে এমন কোন খেলা খেলুন যা খেলতে কম দৌড় ঝাঁপ করতে হয় বা বসে বসে খেলা যায়। যেমন- ক্যারম বোর্ড, লুডু বা দাবা ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী শিশুরা অনেকক্ষেত্রে গান পছন্দ করে থাকে, এমনকি যেসব শিশুর শিখন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তারাও গান খুব পছন্দ করে। এমন কি যেসব শিশুদের শ্রবণ ক্ষমতা নেই তারাও এর ছন্দ বা তালের কারণে গান বিশেষতঃ নাচ ও যন্ত্র সঙ্গীত খুব পছন্দ করে।

কিছু খেলা

খেলা -১ : দেখে দেখে শেখা:

দলের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী আঙ্গুল দিয়ে তার দু'কান বন্ধ করে রাখবে এবং অন্য আরেকজন শিক্ষার্থী দলের সবাইকে একটি মজার গল্প শোনাবে।

এরপর আরেকজন শিক্ষাথী একজন শিক্ষক-এর ভূমিকায় অভিনয় করবে। 'শিক্ষক' যারা গল্পটি শুনেছে তার ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন করবে। সবাইকে প্রশ্ন করা শেষে এবার 'শিক্ষক' যে শিক্ষার্থী কান বন্ধ করেছিল তাকে জিজ্ঞেস করবে কান বন্ধ করে রাখায় সে গল্পটি শুনতে না পাওয়ায় সে কেমন অনুভব করছিল এবং যে গল্প বলছিল তার অঙ্গভঙ্গি আর মুখের অভিব্যক্তি থেকে সে কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা।

যে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র যে গল্প বলেছে তার শরীরের নড়াচড়া ও মুখের অভিব্যক্তি দেখে গল্পটির বেশীর ভাগ অংশ সঠিকভাবে অনুমান করে বলতে পারবে, সেই এ খেলায় বিজয়ী হবে। এভাবে দলের প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ কান বন্ধ করে গল্প বলা দেখবে এবং দেখা থেকে অনুমান করে পরে গল্পটি সবাইকে বলার চেষ্টা করবে। এ খেলার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী সহপাঠীর সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাকে সাহায্য করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে।

খেলা-২: স্পর্শ করে শেখা:

একজন সহপাঠীকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার চারধারে গোল হয়ে দাঁড়াবে। মাঝখানে দাড়ানো সহপাঠীর চোখ বাঁধা থাকবে। যাতে সে কিছু না দেখতে পায়। এবার একে একে সবাই চোখ বাঁধা সহপাঠীর কাছে যাবে এবং চোখ বাঁধা সহপাঠী তাদের মুখ স্পর্শ করে বলবে যে সে কে। তার নাম অনুমান করার জন্য সে মাত্র এক মিনিট সময় পাবে। এভাবে সবাই চোখ বেঁধে মাঝখানে দাঁড়াবে আর সহপাঠীদের মুখ স্পর্শ করে বলবে, সে কে। যে শিক্ষার্থী সবচেয়ে বেশীজনকে স্পর্শ করে সঠিকভাবে নাম বলতে পারবে সে এ খেলায় বিজয়ী হবে। এ খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহপাঠীর সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

যৌন রোগ (এইচআইভি/এইডস) ও বৈষম্য

বর্তমান বিশ্বে শিশুরা নানাভাবে যৌন রোগের শিকার হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কেউ কেউ জন্ম থেকেই যৌন রোগ বহন করে আসছে (যেমন এইআইভি এইডস)। যৌন রোগে আক্রান্ত বা রোগ বহনকারী শিশু খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশে সামাজিক ভাবে একঘরে হয়ে যায় এবং তার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের স্কুল সমূহে যৌন রোগ প্রতিরোধ দূরের কথা যৌন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বা যৌন বা প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই বললেই চলে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে। স্কুলের শিক্ষাক্রমে যৌন রোগ তথা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা জরুরী। বিশেষতঃ কিশোর কিশোরী শিক্ষার্থীদের জন্য এ শিক্ষা তাদের এ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে যেমন সহায়ক হবে তেমনি এ সচেতনতা তাদেরকে যেকোন যৌন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনাকে যৌন রোগ ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্যভিজ্ঞ হতে হবে যাতে আপনি শিক্ষার্থীদের যেকোন 'বিব্রতকর' প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন। যেমন - কিভাবে এইডস হয় বা কনডম কি ইত্যাদি) এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বা স্বাস্থ্য সেবার জন্য আপনি স্থানীয় সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বাস্থ্য কর্মী, সরকারী হাসপাতাল বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারেন।

কোন শিক্ষার্থী অনভিপ্রেত পরিস্থিতির কারনে যৌন রোগের বা নিপীড়নের শিকার হলে তার প্রতি বিরূপ না হয়ে বা তার প্রতি কোন কঠোর আচরণ না করে তার সমস্যাকে বাবা মা বা অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে সমাধান করতে চেষ্টা করুন। খেয়াল রাখুন সে যেন কোন সামাজিক বৈষম্য ও বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার না হয়।

যখন (এসব বিষয়ে) একজন শিক্ষার্থী আপনাকে প্রশ্ন করবে তখন চেষ্টা করুনঃ

- তার কথা **মনোযোগের** সঙ্গে শুনতে;
- সে যা বলছে তা **গুরুত্ব দিতে**;
- তারা **যাতে বুঝতে পারে** সেভাবে উত্তর দিতে;
- উত্তর দিতে গিয়ে **আন্তরিক** থাকতে।

আপনি যদি প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানেন তবে তার কাছ থেকে সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য সময় চেয়ে নিন। আপনি যদি ঘটনাক্রমে আপনার স্কুলে কোন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত কোন শিক্ষার্থীর খবর জানতে পারেন তবে বুকলেট -৬ ভাল করে পড়ুন। সেখানে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে এবং এ রোগ প্রতিরোধে তথ্য ও প্রাসঙ্গিক দক্ষতার কথা বলা হয়েছে যা আপনার কাজে আসতে পারে।

টুল ৪.৩
সবার জন্য শিখনকে অর্থবহ করা

জীবনের জন্য শিক্ষা

এই টুলকিটের শুরুতে আমরা জেনেছি যে একীভূত শিক্ষা ও সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো পেছনে কাজ করে থাকে 'শিক্ষার গুরুত্ব বা মূল্য' সম্পর্কে শিক্ষার্থী, বাবা মা বা অভিভাবক কিংবা সমাজের ধারণা বা বিশ্বাস । বাবা মা বা অভিভাবক কিংবা শিক্ষার্থীরা ভাবতে পারে যে স্কুলে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য কতটুকু উপযোগী। বিশেষত বাবা মা ভাবতে পারেন, স্কুলের শিক্ষা তার সন্তানদের আয় উপার্জনে সহায়ক হচ্ছে কিনা। এমনকি শিক্ষার্থীদের কারো কারো কাছে স্কুলে বসে থাকার চেয়ে কাজ শেখা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হতে পারে।

আয় উপার্জন করে পরিবারকে সহায়তা করতে হয়না এমন শিক্ষার্থীরাও যদি দেখে যে তারা স্কুলে যা শিখছে তার সঙ্গে তারা ভবিষ্যতে যা হতে চায় বা হবে তার সঙ্গে খুব অল্পই সম্পর্ক আছে তবে তারা স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত হতে পারে। ফলে তারা স্কুলকে গুরুত্ব নাও দিতে পারে এবং স্কুলে তাদের উপস্থিতি অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে।

এজন্য আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্কুলে এমন একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা যা শিক্ষার্থীকে তাদের শিখনের সঙ্গে আগ্রহ ও দৈনন্দিন জীবনকে সম্পর্কিত করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই আপনি তাদের শিক্ষা প্রদান করবে। তখন সে তার বর্তমান শিখনকে তার পূর্বের শিখন (যা সে নিজ পরিবার, কমিউনিটি বা স্কুলে ইতোমধ্যে শিখেছে) -এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাইবে। কাজেই ভাবুন কিভাবে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়?

শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন, স্থানীয় বিষয়বস্তু, উদাহরণ সন্নিবেশিত করতে হবে। এমনকি শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মাকেও স্কুলে নিয়ে আসতে পারে। বাবা মায়েরা স্কুলে শিক্ষার্থীদের সামনে কিভাবে মাছ ধরতে হয়, চাষাবাদ করতে হয়, হাঁসমুরগী পালন করা যায়, সবজী বাগান করা যায় তা বর্ণনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে পুকুরে যে ধরনের মাছ ধরা হয় তার ছবি এঁকে ক্লাসের দেয়ালে বা বেড়ার গায়ে টাঙ্গিয়ে দিতে পারে। তারা এসব মাছের আকার ও ওজন মেপে সে অনুযায়ী মাছের একটি গ্রাফ-চিত্রও আঁকতে পারে।

এধরনের সক্রিয় ও জীবন ঘনিষ্ঠ শিখন তৎপরতার ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসার আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং সর্বোপরি তাদের ও তাদের বাবা মায়ের কাছে স্কুলে লেখাপড়া অর্থবহ মনে হবে।

কর্মতৎপরতা: সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিখনকে সম্পর্কিত করা

জাতীয় শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করুন এবং আপনার শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে যা জানে এবং দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী যা জানা উচিত তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমভুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর একটি তালিকা করুন। চেষ্টা করুন এলাকার কৃষি মৌসুম বা মাছ ধরার পঞ্জিকা কিংবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মত বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষাক্রমে থাকে।

আপনার ক্লাসে যেসব শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের পারিবারিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবুন। কোন প্রেক্ষাপটের ছেলেমেয়ে ক্লাসে বেশী? কৃষক পরিবার, জেলে পরিবার, ভূমিহীন, বা শ্রমিক পরিবার? তারা মূলত কোন এলাকা/গ্রামে বাস করে? বেশীরভাগ শিক্ষার্থী কি অনুপস্থিত থাকে? কোন্ সময় তারা অনুপস্থিত থাকে? কেন অনুপস্থিত থাকে? এ ধরনের তথ্য সম্বলিত শিক্ষার্থীদের কোন জীবনালেখ্য কি আপনার স্কুলে সংরক্ষণ করা হয়? (বুকলেট - ৩ দেখুন)

আপনি এই পর্বে যেসব বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখাবেন সেগুলো পর্যালোচনা করুন এবং তারপর নিচের মত একটি ছক তৈরী করুন। বিষয়বস্তু সমূহেরও একটি তালিকা করুন এবং দেখুন এগুলো শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য কতটা উপযোগী এবং কিভাবে এগুলোকে আরো বেশী তাদের জন্য অর্থপূর্ণ ও কার্যকর করা যায়ঃ

বিষয়	শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক	বিষয়কে অভিযোজন করার কৌশল
উদাহরণ ঃ বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলের বনে জঙ্গলের গাছপালা	যে এলাকা/অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা বাস করে সেখানে প্রচুর গাছপালা থাকলেও আশে পাশে কোন বৃষ্টি প্রভাবিত বন জঙ্গল বা	প্রথমে এলাকায় কোন ছোট খাট বন-জঙ্গল থাকলে তা পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করুন এবং এ সংক্রান্ত

	rain forest নেই।	ব্যবহারিক পরীক্ষা করুন (বিজ্ঞান, গণিত, ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত করে।) সে অঞ্চলের বিভিন্ন বন-জঙ্গলের সঙ্গে বিষয়কে সম্পর্কিত করুন এবং পরিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টি প্রভাবিত বন-জঙ্গলের পরিচয় দিন।
আপনার উদাহরণঃ		

অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী

অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য প্রস্তুতি:

অর্থপূর্ণ শিখন বলতে বোঝায় আমরা যা শিখছি (বিষয় বস্তু) এবং শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী করে তা' যেভাবে শেখানো হয় তার মধ্যে সম্পর্ক। আমরা সবাই জানি, শেখানোর বা শিক্ষণের কাজ সবসমই কঠিন। শিক্ষক হিসেবে তাই শিক্ষার্থীদের শিখনকে অর্থবহ করে তুলতে সবধরনের প্রচেষ্টা নিতে হবে। উপরন্তু কেউই কাউকে নিজ থেকে শিখিয়ে দিতে পারে না যতক্ষণ না তাকে শেখার কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। যখনই শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর ভাবে শেখার পরিবেশ তৈরী করে দেয়া যাবে এবং যখন তারা জানবে যে তাদের শিখন দক্ষতা ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগবে তখন তারা শিখতে চাইবে। সেসঙ্গে যখন তারা তাদের সমাজ, বাবা মা অভিভাবক, বন্ধু ও শিক্ষকদের কাছ থেকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ফিডব্যাক পাবে যে তারা ভাল শিখছে তখন তারা শেখায় আগ্রহী হবে। কাজেই, কিভাবে আমরা অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি? পাঠ পরিকল্পনার সময় নিচের প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুন।

- **উদ্বুদ্ধকরণ** - আপনি যে বিষয়বস্তু পড়াবেন তা কি শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক? যা শেখানো হবে তা শিখতে কি তারা আগ্রহী?
- **সুযোগ** - বিষয়বস্তু কি কোন শিক্ষার্থীর জন্য খুব কঠিন ও কারোর জন্য খুব সহজ? শিখন তৎপরতা কি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য উপযোগী? ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সব ছেলে মেয়ের জন্য কি যথাযথ?
- **দক্ষতা**- শিখন ফলাফল অর্জনের জন্য কি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে?

- **ফিডব্যাক** - শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান যাতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে সহায়ক হয় সেভাবে কি পরিকল্পিত হচ্ছে?

কর্মতৎপরতা: শিশুর জীবনের সঙ্গে শিখনকে সম্পর্কিত করা

শিশুর জীবনের সঙ্গে শিখনকে সম্পর্কিত করে আপনি যে বিষয় শেখাবেন তা নিয়ে চিন্তা করুন। ওপরে ছকে এটি যুক্ত করুন। কোন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কোন কাজের সঙ্গে কি আপনি শিখনকে সম্পর্কিত করতে পারেন? যেমন-

- ঘরের কাজ (রান্না করা, ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি);
- গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখাশোনা;
- মাছ ধরে, সবজী বাগান ইত্যাদি করে খাবার সংগ্রহ;
- শস্য খেতে কাজ করে ফসল ফলানো।

অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী:

অর্থপূর্ণ একটি শিখন পরিবেশ তৈরীর জন্য শ্রেণীকক্ষকে শিখন উপযোগী হতে হবে, একটি শিখন-বান্ধব পরিবেশ শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষককে খোলা মনে প্রশ্ন করতে, সমস্যা চিহ্নিত করতে, কথা বলতে এবং শিক্ষক, বন্ধু, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করে কোন সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত করে। শিক্ষার্থী সে ছেলে বা মেয়ে বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন যেই হোক না কেন এ ধরনের পরিবেশে শিখন কাজে আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে, সহজভাবে অংশগ্রহণ করে। কাজেই, শিখন বান্ধব পরিবেশে, আপনাকে শিক্ষক হিসেবে নানা ভূমিকা পালন করতে হবে। অতীতে আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকের ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র তথ্য প্রদানকারীর কিন্তু বর্তমানে একজন শিক্ষক শুধুমাত্র তথ্য প্রদানকারী-ই নন, তিনি সহায়ক, ব্যবস্থাপক, পর্যবেক্ষক এবং শিক্ষার্থীও। শিক্ষকের এ ভূমিকাগুলো নিচে ব্যাখ্যা হলঃ

- **সহায়ক** - আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার যথাযথ সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে এবং গঠনমূলকভাবে সবাই যাতে নিজ নিজ ধারণা ও বিভিন্ন জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা বা কথা বলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

- **ব্যবস্থাপক** - একজন সফল ব্যবস্থাপক হতে হলে, আমাদের সব কিছু ভালভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষে এমনভাবে আলোচনা পরিচালনা করতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী সমান ভাবে, নি:সঙ্কোচে, মুক্ত মনে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারে।
- **পর্যবেক্ষক** - শিক্ষার্থীরা যখন দলে বা জুটিতে কাজ করবে তখন তাদের গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে আপনি সঠিকভাবে তাদের চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী আরো কার্যকর ভাবে শিখন তৎপরতা পরিকল্পনা করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, পর্যবেক্ষণের ফলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জুটিতে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করছে তা দলীয় ভাবে করা উচিত কিনা ? ইত্যাদি।

- **শিক্ষার্থী** - আমরা যখন আমাদের পাঠমালার ওপর অভিব্যক্ত করি তখন আমরা নিজেরাই শিক্ষার্থী হয়ে যাই। অভিব্যক্ত করে যে ফলাফল পাই সে অনুযায়ী আমাদের শিক্ষণ-শিখনের কাজকে আরো অর্থপূর্ণ ও কার্যকর হিসেবে তৈরী করতে সচেষ্ট হই। উদাহরণস্বরূপ- আমরা বুঝতে পারি যে, শুধুমাত্র একটি নাকি অধিক শিখন তৎপরতার প্রয়োজন? একই শিখন তৎপরতা কি অন্য বিষয় বা ধারণায়নে কার্যকর হতে পারে? ইত্যাদি।

জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন অভিজ্ঞতা তৈরী

আমরা এই টুলকিটে জেন্ডার বলতে জেনেছি যে, জেন্ডার হচ্ছে একটি নিদির্ষ্ট সমাজে ও সাংস্কৃতিক আবহে নারী পুরুষের সামাজিক ভূমিকা (যেমন - পুরুষ উপার্জনকারী ও মেয়েরা
সন্তান পরিচর্যাকারী'।) সমাজই জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয় এবং এ ভূমিকা সমাজের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বংশ পরম্পরায় মানুষের মধ্যে চলতে থাকে। সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপাদান ও ধারণায়নের মত জেন্ডার ভূমিকাও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হল, এ ধরনের জেন্ডার ভূমিকা শিশু মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং শিশু মন সহজেই কিছু নির্দিষ্ট ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রভাবিত হয় (যে, ছেলে ও মেয়ের কেমন ব্যবহার হওয়া উচিত বা ছেলে হিসেবে কি শেখা উচিত বা মেয়েদের কি জানা উচিত)। এ ভাবে সমাজ সৃষ্ট ছেলে ও মেয়ের ভূমিকা কেমন হতে পারে তা নিচের কেস স্টাডি থেকে কিছুটা বুঝতে পারি।

প্রীতি রানীর গল্প

মনে করি, মেয়েটির নাম প্রীতি রানী। তার বয়স দশ, বাবা মায়ের সঙ্গে সে থাকে চাঁদপুরের মতলব উপজেলায়। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সে। তার স্কুল পড়ুয়া আরো দু'ভাই আছে যাদের সঙ্গে সে পায়ে হেঁটে স্কুলে আসে। সে ভাল ছাত্রী এবং স্কুলে ভালভাবে লেখাপড়া করার চেষ্টাও করে। কিন্তু বাড়ীতে তাকে নানা কাজ করতে হয় এবং স্কুলে রওয়ানা

হওয়ার আগেই তাকে অধিকাংশ কাজ করে আসতে হয়। তার একটি ছোট্ট বোন আছে, যেহেতু মা অসুস্থ, রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে তাকেই বাচ্চা ছোট বোনটিকে সামলাতে হয়। প্রীতি ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে ভাত চড়ায়। নিজে হাত মুখ ধুয়ে ছোট্ট বোনটাকে ধুয়ে মুছে খাবার দেয়। বাবা গরম ভাত খেয়ে মাছ ধরতে যাবে তাই তাকেও খাবার দেয়। তারপর অসুস্থ মাকে সেবা শুশ্রুষা করে সে যখন দুই ভাইসহ স্কুলে পৌছে তখন অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুঃখজনক হল, তার দুভাই বা বাবা কিন্তু তাকে ঘর গেরস্থালীতে তেমন কোন সাহায্য করে না।

ফলে তার ভাইয়েরা নিয়মিত ভাবে পড়ালেখা করতে পারলেও প্রীতি রানী ঘর গেরস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বাড়ীতে পড়াশোনা করার সময় পায় না। স্কুলে ক্লান্ত অবস্থায় সে তারপক্ষে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতে। কিন্তু তার কাছে মনে হয় শিক্ষক যা পড়াচ্ছে তার জীবনে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা খুবই সীমিত একদিন সে ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ে। শিক্ষকরা এভাবে তার প্রতি ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে পড়ে।

একদিন শিক্ষক তাকে গালমন্দ করার কারনে প্রীতি রানী ভাবে যে সে আর স্কুলে আসবেনা। বরং বাড়ীতে থাকলে সে সংসারের কাজকর্ম করতে পারবে। এতে বাবা মায়ের সাহায্য হবে। একদিন সে স্কুল যাওয়া পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিল। এখন সে বাড়ীতেই থাকে। মাকে সাহায্য করে। অপর দিকে তার দু'ভাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

চিত্রটি বাংলাদেশের বহু গ্রামে বা এলাকার সাধারণ চিত্র হতে পারে। মেয়েরা তাদের ওপর আরোপিত নানা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিভাবে উন্নয়নের মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে এ গল্পটি তা প্রতিফলিত করছে। শুধুমাত্র একজন নারী বা মেয়ে নয়, ছেলেরাও একইভাবে স্কুলকে তাদের জন্য অনুপযোগী ভাবতে পারে এবং স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে টেম্পো'র হেলপার বা বাবার সঙ্গে কৃষি কাজে সহায়তা করাকে তারা অধিক প্রয়োজনীয় ভাবতে পারে। উপরন্তু ছেলে ও মেয়েদের সামাজিকীকরণ এমন ভাবে হতে পারে যে সমাজ বা সমাজের অধিকাংশ মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবেই তাদের ধ্যান ধারণা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন -"ছেলেদের কাঁদা ঠিক নয়," মেয়েদের জন্য ফুটবল খেলা অনুপযোগী" ইত্যাদি। একইভাবে মেয়েদের মনে এ মানসিকতা তৈরী হতে পারে যে অংক বা বিজ্ঞান ছেলেদের 'উপযোগী' মেয়েদের নয়। কিন্তু আমরা জানি, সুযোগ পেলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান ভাবে বিকশিত হতে পারে।

যদি সব শিক্ষার্থীকে একীভূত ও শিখন মূলক পরিবেশে অর্ন্তভুক্ত করতে হয় তবে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে যে, সব শিক্ষার্থীর কি শিখন কাজ সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত সময় এবং

সামর্থ্য রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আপনি ক্লাসে একটি ছোট্ট কাজ সব শিক্ষার্থীদের করতে দিন। তাদেরকে বলুন 'আমি বাড়ীতে যে যে কাজ করি' এর ওপর একটি ছোট লেখা, তৈরী করতে। আপনার শিক্ষার্থীরা বিশেষতঃ মেয়েরা তাদের পরিবারের জন্য কত কাজ করে তা দেখে আপনি অবাক হবেন। আপনি এভাবে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম সম্পর্কে জেনে তাদের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আপনার পাঠ পরিকল্পনা করতে পারবেন।

কর্মতৎপরতা : জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি :

জেন্ডার সচেতনতা বাড়াতে শ্রেণীকক্ষের জন্য এখানে দুধরনের তৎপরতা উল্লেখ করা হল :

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে (ছেলে, মেয়ে ও মিশ্র দলে) আলোচনা করতে বলুন যে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করা হয়? ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে বা মেয়েরা ছেলেদের কাছ থেকে কি ভূমিকা প্রত্যাশা করে? তারা কি প্রত্যাশার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ করে?

২. ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা ভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য সমূহকে চিহ্নিত করতে বলুন। ছেলেদের বৈশিষ্ট্য একদিকে এবং মেয়েদের বৈশিষ্ট্য আরেক দিকে সারিবদ্ধ ভাবে লেখা হবে। তালিকা তৈরী শেষে এবার রদবদল করে ছেলেদের শিরোনামে মেয়ে এবং মেয়েদের শিরোনামে ছেলে লিখুন। এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, ছেলেদের কাজ মেয়েরা এবং মেয়েদের কাজ কি ছেলেরা করতে পারবে? (শুধুমাত্র প্রজনন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া) আশা করা যায়, সব শিক্ষার্থীই বলবে যে প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকায় অদল বদল সম্ভব অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের কাজ করতে সক্ষম।

অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঃ শিখনে জেন্ডার সচেতনতা

নিচের বিবরণ সমূহ বিবেচনা করুন। টেবিলে ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করুন এবং ভাবুন আপনার শ্রেণীকক্ষে জেন্ডার অবস্থার পরিবর্তনে কি করা যেতে পারেঃ

বিবরণ	প্রায় করি	মাঝে মাঝে করি	কখনোই করি না	করণীয় কাজ
আমি শিক্ষা উপকরণসমূহ পরীক্ষা করে দেখি যে, ছেলে ও মেয়েদের ভূমিকা ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা?				

আমি মেয়েদের গণিত ও বিজ্ঞানে ভাল করতে উৎসাহিত করি।				
আমি সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি, তাই কঠোর ও বাঁধাধরা শৃংঙ্খলার কোন প্রয়োজন নেই।				
মেয়েদের মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী বড় এবং লেখাপড়ায় ভাল করছে তাদেরকে জুনিয়র মেয়েদের অংক ও বিজ্ঞান শেখানোর কাজে লাগিয়ে দেই।				
আমি ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ মত প্রকাশের সুযোগ দেই এবং মূল পঠিতব্য বিষয়ে সফল হতে সাহায্য করি				

স্কুলে সাবলম্বি হতে মেয়েদের ছেলেদের মত সুযোগ দিন। এবং এজন্যে আপনার সহকর্মী এবং স্কুলের প্রশাসকদের নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে বলুনঃ

- শিখন উপকরণে কোন ধরনের জেন্ডার-পক্ষপাতিত্ব (Bias) থাকলে তা দূর করুন (দেখুন টুল ৪.২) যেমন - পাঠ্য পুস্তকে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন বা সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের উল্লেখ না থাকা অথবা দরিদ্র, পথ শিশু বা কর্মজীবি শিশুদের গতানুগতিক ভাবে চিহ্নিত করা। স্কুলের সবার জন্য জেন্ডার-পক্ষপাত দূর করা আবশ্যক। তবে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন হতে ও উদ্যোগ নিতে হবে। আপনি পক্ষপাতদুষ্ট বই চিহ্নিত করে তা কেন পক্ষপাতদুষ্ট এ নিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটি গঠনমূলক আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। (দেখুন বুকলেট -১)

- মেয়েরা বাড়ীতে ঘর গেরস্থালীর কাজের জন্য বা ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করার জন্য সময়াভাবে ক্লাসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। সেজন্য একটি শিথিল শিক্ষাক্রম ও স্ব-নির্দেশিত শিখন উপকরণ চালু করুন। যেহেতু বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবারের সবাইকে সবার সাহায্য করতে হয়, সেজন্য দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলের কাজে সময় কম দিতে পারে। তাই স্কুলের সময়সীমার মধ্যে শিখন কাজ শেষ করতে চেষ্টা করুন ও হোম ওয়ার্ক করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিন।

- বেশী ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, শিক্ষকরা সাধারণতঃ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সঙ্গে বেশী কথা বলে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীদের সময় (উত্তর পেতে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় সে সময়) দিন। শ্রেণীকক্ষে আপনার শিক্ষণ পর্যবেক্ষনের জন্য কোন সহকর্মীকে পাওয়া না গেলে নিজেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিষয়টি যাচাই করুন যে, আপনি ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন কিনা। যেমন- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কিছু পাথর বা ইটের টুকরো সংগ্রহ করতে বলুন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বলুন আপনি বক্তৃতারত অবস্থায় বা শ্রেণীকক্ষে অবস্থানকালে যখনই তার সঙ্গে কথা বলবেন বা প্রশ্ন করবেন সে যেন একটি পাথর বা ইটের টুকরো তার বসার জায়গার এক পাশে জমিয়ে রাখে। ক্লাস শেষে প্রত্যেকের কাছে জমানো পাথরের টুকরো গুণে যাচাই করতে পারবেন যে আপনি কার সঙ্গে বেশী কথা বলেছেন, কার সঙ্গে কম এবং কার সঙ্গে কোন কথা বা তাকে কোন প্রশ্নই করেনি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আপনার মিথষ্ক্রিয়ার প্যাটার্ণ যাচাই ও বিশ্লেষণ করে দেখুন কেন এমন হচ্ছে? ভেবে দেখুন সব শিক্ষার্থী'র প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে আপনি কি কৌশল ব্যবহার করবেন? শিক্ষার্থীরা সবাই যাতে শিখন কাজে সমান ভাবে অংশ নিতে পারে এ ধরনের কি কি দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা উচিত?

উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য একটি বাস্তবমুখী শিখন পরিবেশ তৈরীতে বিশেষ সহাযক হবে। যেকোন শিখন তৎপরতায় মেয়েদের জন্য পৃথক দল করা হলে মেয়েরা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে এবং এতে মেয়েদের ওপর ছেলেদের কর্তৃত্ব থাকবে না। পরবর্তীতে মিশ্র দলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান ভাবে শিখনে অংশ নেবে।

এ সমস্ত প্রচেষ্টায় বাবা মা ও অভিভাবক বা পরিচর্যাকারীদের সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। একারণে সহযোগিতার এ বিষয়সমূহ স্কুল কমিটির সভায় আলোচনা হওয়া উচিত এবং এ সংক্রান্ত বাস্তবসম্মত একটি কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত। শৃঙ্খলাবোধ বা জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি স্কুল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হলে স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবক তা অনুমোদন করলে স্কুলে একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে সহায়ক হবে।

সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন

শ্রেণী কক্ষের বাইরে ও ভেতরে উভয়স্থানেই শিশুরা শিখতে পারে। শিখন অনুশীলনে এবং অভীষ্ট যোগ্যতা অর্জনে তাদেরকে শিখনে সক্রিয় হতে হয়। তাই তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ অন্য সবার সঙ্গে শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে সহযোগিতা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

জুটিতে বা ছোট ছোট দলে কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ ও মিথষ্ক্রিয়া বাড়ায় যা পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা ও গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিখনে অংশগ্রহণের ভাল সুযোগ হচ্ছে শিক্ষা পরিদর্শন ও সবাইকে নিয়ে শিখন খেলা।

কর্মতৎপরতা : শিক্ষা পরিদর্শন

ফিল্ড ভিজিট হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষা পরিদর্শন যেমন- বাগান পরিদর্শন, সমবায়মূলক কোন কৃষি প্লট বা বাঁধ বা সেতু ইত্যাদি পরিদর্শন। শিক্ষা ভ্রমণে তারা কোন প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক নিদর্শন দেখতে পারে। এ ধরনের পরিদর্শনের সময় শিক্ষক ছাড়াও বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকতে পারে যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন ভাল হয় (শিক্ষা ভ্রমণ কিভাবে উন্নততর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কারপরিছন্নতা নিশ্চিত করতে পারে তা জানতে বুকলেট -৬ দেখুন)।

দলীয় কাজে সহায়তা করতে শিক্ষা পরিদর্শন :

ধরা যাক স্থানীয়ভাবে নির্মিত কোন বাঁধ পরিদর্শনে শিক্ষার্থীরা গেলে তাদেরকে কিছু কাজ দেয়া যেতে পারে। বাঁধ পরিদর্শনের আগে শিক্ষার্থীরা জেনে নিবে কিভাবে পানি মানবজীবন ও কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শনস্থলে পৌছাঁনোর পর প্রতিটি শিক্ষার্থী দলকে বলা হবে বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রশস্থতা মেপে নিতে। বাঁধ কতটুকু এলাকা জুড়ে কাজ করবে তা জেনে নিতে। বাঁধের চারপাশের গাছপালার ছবি এঁকে নিতে। সরকারী প্রকৌশলী যখন তাদের বিভিন্ন তথ্য দেবে তখন তাকে প্রশ্ন করতে।

বাঁধ পরিদর্শন শেষে ফেরার পর, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল বসে তাদের প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রেজেন্টেশন বা রিপোর্ট তৈরী করে তা উপস্থাপন করবে। তারা নিজ নিজ পরিবারে গিয়েও বাঁধ নিয়ে আলোচনা করবে। স্কুলের বাগানে পরিদর্শনের সময়, প্রতিটি দল একটি করে কাজ করবে। যেমন- একটি দল গাছের প্রজাতিসমূহ ক্যাটালগিং করবে, কেউ পোকামাকড় ও তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করবে। গাছের ধরন ক্যাটালগিং করবে। স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে এ ধরনের নিদর্শন চিহ্নিত করবে যেমন- গর্তে, প্রাণীর কামড়ের দাগ রয়েছে এমন গাছের শেকড় বাকর ইত্যাদি; বাগানের আয়তন মাপবে বা একটি ম্যাপ তৈরী করবে। শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষার্থীরা তাদের বাগান পরিদর্শনের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে তা 'বাগান তথ্য কেন্দ্রে' রাখতে পারে বা শ্রেণীকক্ষের এক কোনে বাগান-এর ওপর বিভিন্ন তথ্য, ফুল, পোকামাকড় ইত্যাদি প্রদর্শন করতে পারে। কাজেই শিক্ষা পরিদর্শনের ধরনের ওপর নির্ভর করে আপনি শিক্ষার্থীদের আগেই কি পরিদর্শন করতে হবে তা বলে দিবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সচেতনভাবে পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে। **পরিদর্শনের আগে** আপনি যা যা করতে পারেন তা হলঃ

- একটি পরিদর্শন প্রস্তুতিমূলক গবেষণা পরিচালনা অর্থাৎ পুরো ক্লাসে আলোচনা বা পরিদর্শনে শিক্ষার্থীরা কি দেখতে বা শিখতে চায় তা চিহ্নিত করা
- পরিদর্শন আয়োজনে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের বা অন্য কারো সহায়তা নেয়া এবং তাদের অংশগ্রহণ করা
- বিষয় বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে বিশদ জানা ও তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরী করা,
- শিক্ষার্থী দলকে, জুটিকে বা এককভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিন। সে অনুযায়ী তারা পরিদর্শন করবে এবং বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিক্ষা পরিদর্শন অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করে। এছাড়াও এটি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির সুন্দর সমন্বয় করে যেমন- বাঁধ পরিদর্শন বা বাগান পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের নানা বিষয় জানতে পারে।

শিখন বৃত্ত তৈরী :

আপনার শ্রেণীকক্ষের কাছাকাছি শিক্ষা পরিদর্শনের সম্ভাব্য সব সুযোগ বা জায়গা চিহ্নিত করে ফেলুন। একটি কাগজের মাঝখানে একটি ডিম্বাকৃতির বৃত্ত আঁকুন যা আপনার শ্রেণীকক্ষকে বোঝাবে। এর চারপাশে আরেকটি বৃত্ত আঁকুন যা আপনার স্কুল বোঝাবে। তার চারপাশে আরেকটি বড় ডিম্বাকৃতির বৃত্ত আঁকুন যা আপনার সমাজ, শহর বা জেলাকে বোঝাবে। আপনার স্কুলে কি গরু বা ছাগলের বা অন্য কোন প্রাণীর কোন খামার আছে? বা বাগানের কোন প্লট? বিশেষ কোন গাছপালা বা মাঠ? কিংবা পাখীর বাসা অথবা পিঁপড়ের ঢিবি? শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্কুল প্রাঙ্গণে দেখার ও শেখার যেসব জায়গা রয়েছে তার নাম স্কুল নামাঙ্কিত বৃত্তে লিখুন। আপনি কি স্কুলে নতুন কোন শিখন সুযোগ তৈরী করতে পারেন। যেমন- বাগান পরিদর্শন? (যা হয়তো আগে আপনি কখনোই করেন নি)।

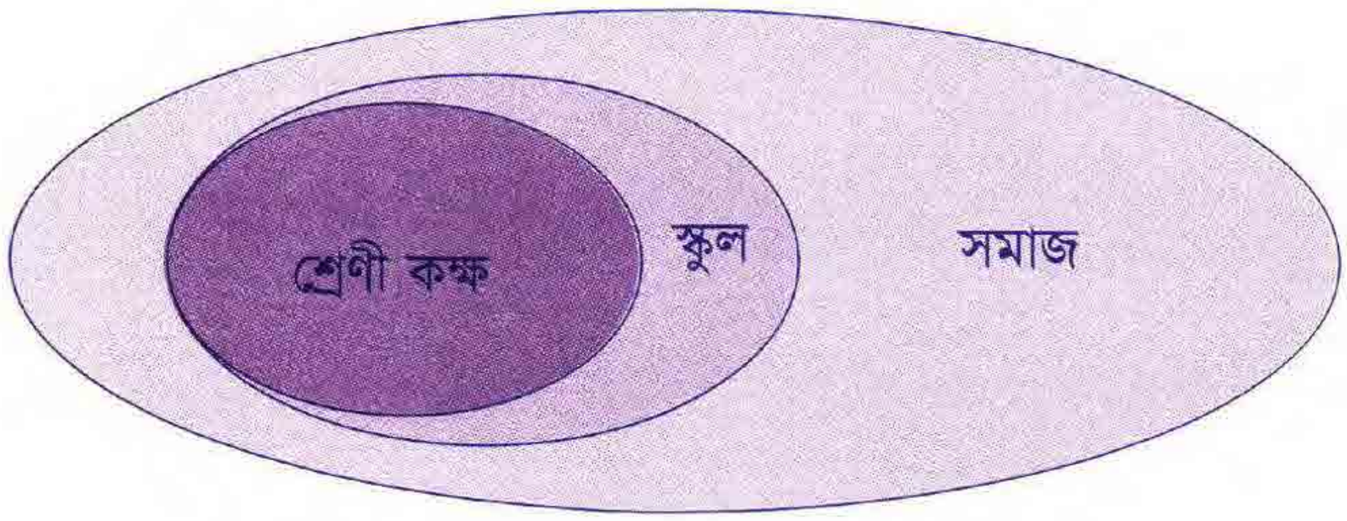

এরপর আপনার সমাজ, গ্রাম শহর বা জেলার নাম লেখা বৃত্তে অগ্রসর হন। যেসব দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকতে পারে,সেগুলোর কথা বিবেচনা করুন। এ সমস্ত স্থানে বিশেষ কোন কৃষি খামার, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা প্রাণীর নিদর্শন রয়েছে কি? রয়েছে কি কোন যাদুঘর, বন, পার্ক বা মাঠ? থাকলে বৃত্তের মধ্যে এগুলোর নাম লিখুন।

স্কুল প্রাঙ্গণে পরিদর্শনযোগ্য বিভিন্ন জায়গা এমন ভাবে পরিদর্শন করুন যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে শ্রেণীকক্ষের বাইরে যথাযথ ব্যবহার ও আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং কিভাবে দলের মধ্যে কাজ করতে হয়।

শিক্ষা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের শারিরীক ক্ষমতার কথা বিবেচনা করবেন বিশেষত যাদের হাঁটায় সমস্যা বা কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। এজন্য দূরের পরিদর্শনস্থলের রুট আগেই দেখে নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাহায্য নিতে পারেন।

কর্মতৎপরতা ঃ শিখন -খেলা

শিশুরা খেলতে ভালবাসে এবং সুযোগ দেয়া হলে, তারা নিজেরাই খেলার নতুন নিয়ম কানুন তৈরী করতে পারে। এ ধরনের খেলায় তারা বল, বোতলের ঢাকনা, পাথর, তার, গাছের পাতা বা অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে। খেলায় অভিনয়, সমস্যা সমাধান, বা বিশেষ তথ্য বা দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ থাকলে তা শিক্ষার্থীদের শিখনে বিশেষ কার্যকর ও সহায়ক হতে পারে। শিক্ষামূলক সক্রিয় খেলা শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ায় এবং তাদের বিশ্লেষণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এধরনের খেলার মধ্যে রয়েছে ডমিনো, বিংগো, পাঁচ প্রশ্নে সমাধান খেলা (মোট পাঁচটি প্রশ্ন করে কোন বিষয় বা জিনিষ অনুমান করে বলা)। আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করতে পারেন এবং একই খেলা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই খেলা এবং খেলার উপকরণ শিক্ষাক্রমের উপযোগী করে তৈরী করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ- আপনি ডমিনো কার্ড বিভিন্ন জ্যামেতিক আকার অনুযায়ী তৈরী করতে পারেন। যা একে অপরের সঙ্গে মিলে যাবে। যেমন- একটি চর্তুভূজ আকৃতির ডমিনো কার্ডকে চর্তুভূজ লেখা একটি ডমিনোর সঙ্গে জুড়ে দেয়া ইত্যাদি।

শিখন-খেলা: আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা কি কোন সাধারণ খেলার মাধ্যমে কোন শিখন তৎপরতা তৈরী করতে পারবেন? দেখুন কিভাবে করা যায়।

- আপনার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখুন শ্রেণীকক্ষের বাইরে কি ধরনের খেলা করা যায়। খেলার স্কোর তারা কিভাবে রেকর্ড করবে? তারা কি খেলার সময় গান গাইবে বা ছড়া বলবে? ছেলে ও মেয়েদের জন্য কি আলাদা খেলা হবে? হলে কেন?

- আপনার শিক্ষার্থীদের হাতে লিখে একটি গেম্‌স বই তৈরী করতে বলুন যাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও তা পড়ে গেম্‌স শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা মা ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা তাদের স্কুল জীবনে কি কি খেলা খেলেছে তা জেনে নিতে পারে কিংবা স্থানীয় ভাবে আরো কি কি ধরনের খেলা রয়েছে তা খুঁজে দেখতে পারে।

- আপনি যা শেখান তার সঙ্গে কোন খেলা সম্পর্কিত করুন। যেমন- অংক।

শিক্ষা পরিদর্শন এবং খেলা উভয়ই শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে কিছু উপায়ের কথা এখানে বলা হল

- স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত কোন উদাহরণ বা ঘটনা যা শিখনে অর্থবহ হতে পারে তা শিক্ষার্থীদের (ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ) বলুন।

- শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যা করে থাকে যেমন- মাছ ধরা, ধান বোনা বা পানি সংগ্রহ করা ইত্যাদি তৎপরতাসমূহ শিখন কাজে ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে দিন।

- শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী করতে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে নানা ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষাকে সবার কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলা:

আমাদের বেশীরভাগ স্কুলেই অংক, বিজ্ঞান ও ভাষা (পঠন ও লিখন) মূল বিষয়। শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলো বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয়। এসব বিষয় পড়তে গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের এমন কিছু বিমূর্ত্ত তত্ত্ব শিখতে হয় যা তাদের কাছে জটিল মনে হতে পারে। যখনই তারা এসব বিষয় সমূহের বিমূর্ত্ত ধারণার সঙ্গে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে সম্পর্কিত করতে পারে তখন তারা এক বা একাধিক দক্ষতার মাধ্যমে এ শিখনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে। নিচের অংশে আলোকপাত করা হয়েছে যে কিভাবে আপনি এ আপাত: জটিল বিষয়সমূহকে শিখন বান্ধব বিষয় হিসেবে রূপান্তর করতে পারবেন এবং কিভাবে এগুলোকে আপনি আরো আনন্দদায়ক ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন।

শিখন-বান্ধব গণিত:

অংক এমন একটি বিষয় যে এটিকে আমরা সবখানেই ব্যবহার করি। বাড়ীতে পৌঁছাতে কত সময় নিবে, একটি পাত্রে কতটুকু পানি ধরবে, তিন কেজি পেঁয়াজ-এর দাম বাজারে কত হবে? ইত্যাদির সমাধানে অংকের সাহায্য নিয়ে থাকি। যখন বাজারে মাছ, ধান, চাল শাকসবজী বিক্রি করি বা কিনি তখন অংকের প্রয়োজন হয়; যখন নাচি (কতবার পা ফেলতে হবে), যখন গাই, যন্ত্র বাজাই (ছন্দ ও সময়ের হিসেব) তখনও অংকের প্রয়োজন হয়।

স্কুলে, সাধারণত, যে গণিত আমরা শিখি তা কদাচিৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে। চেষ্টা করলে আমরা গণিত বা অংককে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারি। পারি শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা, গাণিতিক ধারণা ও দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য অংকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক তৈরী করতে। উদাহরণ স্বরূপ- শিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে বাজারে পাঠানোর ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে তাদের অংক শেখানো যায়। এ ধরনের খেলা শিক্ষার্থীকে পুরো ক্লাসের সামনে কথা বলার প্রয়োজনীয় সাহস ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে থাকে।

বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে মৌলিক দক্ষতার উন্নয়ন:

শিশু শিক্ষার্থীরা যোগ, গুণ, ভাগ, বিয়োগ ইত্যাদির সময় পাথর কুচি, শুকনো সীমের বিচি, শামুকের খোল, সরু কাঠি বা ফলের বিচি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের বস্তু শিক্ষার্থীকে বিশেষত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সংখ্যা বিষয়ে স্পর্শযোগ্য ধারণা বা অনুভূতি দিতে পারে। যখন শিক্ষার্থীরা এসব বস্তু নাড়াচাড়া করে তখন তারা অংকের সমস্যাসমূহ ধাপে ধাপে শারিরীক ও মানসিক উভয় ভাবেই সমাধান করে। এ ধরনের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে, দেখে ও স্পর্শ করে যারা শেখে তাদের শেখা সহজতর হয়।

মনে রাখবেন যদিও মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় ভারী উপকরণ ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা কম, তবে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই হালকা বা নরম এবং শক্ত ও ভারী উপকরণ শিখনের জন্য ব্যবহার করতে বলবেন। ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীকেই সকল শিখন তৎপরতায় সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে দিবেন যাতে তারা উভয়েই জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। এমনকি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেও তারা তাদের ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন আকৃতির বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করুন :

বিভিন্ন আকৃতির বস্তু শিশুদের আয়তন, মাত্রা ও জ্যামিতি সম্পর্কে ধারণায়নে সহায়তা করে থাকে। কাঠ বা মোটা কাগজ কেটে বানানো বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে, কিউব, পিরামিড, আয়ত ক্ষেত্রের ব্লক, সিলিন্ডার এবং অন্যান্য আকৃতি। শিশুদের স্কুল ও আশেপাশে থেকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকারের বাস্তব উপকরণ যেমন- কোক-ফান্টার ক্যান/সিলিন্ডার/ইট সংগ্রহ করে তা শিখন কাজে অর্থাৎ জ্যামেতিক আকার আয়তন বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে।

পূর্ব তিমুরের শিক্ষকরা একটি কর্মশালায় কি কি জিনিষ জ্যামিতি সম্পর্কে ধারণায়নে বাস্তব শিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তা চিহ্নিত করেছিল। এসব জিনিষের মধ্যে রয়েছে-বাক্স, টুপি, ক্যান, বল ইত্যাদি যা স্কুলের আশেপাশেই পাওয়া সম্ভব। দলীয়ভাবে তারা একটি করে উদাহরণ নিয়ে তার দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্র ও আয়তনের সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তারা একটি ফরমুলা বের করে যা অন্য আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় । আর একটি দল একটি কোনে (Cone) পানি ভর্তি করে তা একটি সিলিন্ডারে ভর্তি পানির আয়তনের সাথে তুলনা করে। একথা সত্য যে শিখনের ক্ষেত্রে যুক্তি ও তত্ত্ব যথেষ্ট নয়। শিক্ষাকে অর্থবোধক করার জন্য শিক্ষককে যুক্তি ও তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে ।

বিভিন্ন শিখন-পদ্ধতি ব্যবহার : করা, কথা বলা এবং লিপিবদ্ধ করা (লেখা)

শিশুদের গাণিতিক দক্ষতা বাড়াতে তাদের নানা ধরনের ব্যবহারিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। গণিত সম্পর্কে কিভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে তা জানতে হবে, এবং তারা কিভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে তা লিখে বোঝাতে হবে।

- **'করা'** - এটি হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম একটি প্রক্রিয়া। যেমন- সীমের বীচি গণনা করে তা যোগ-বিয়োগ করা ইত্যাদি।

- **কথা বলা-** এটি হচ্ছে সহপাঠীর সঙ্গে বা ছোট দলে গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। যেমন- এভাবে আলোচনা শুরু হতে পারে- "আমি মনে করি এটি ৫ এর পরিবর্তে ৬ হওয়া উচিত কেননা".....ইত্যাদি, ইত্যাদি।

- **লেখা-** (লিপিবদ্ধ করা) গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি লিখে ফেলা যাতে শিক্ষক সমস্যা সমাধানের ভিন্ন কোন উপায় নিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

যেমন, শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছুর আকার পরিমাপ করার জন্য বলা যেতে পারে। তখন তারা এর পরিধি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা আয়তন পরিমাপ করবে। এই কাজটি হচ্ছে 'করা' এরপর পরিমাপ নিয়ে প্রতিটি দলে আলোচনা হতে পারে। এটি হচ্ছে 'কথা বলা'। প্রতিটি দলের আলোচনা শেষে পরিমাপের ফলাফল লিখে ফেলে সবাইকে দেখান হবে। এটি হচ্ছে 'লিপিবদ্ধ করা' । সব শেষে আলোচনা শুরু হতে পারে। কোন মৌসুমী ফল বা সবজী খন্ড খন্ড করে কেটে শিক্ষার্থীদের অর্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি বোঝাতে দেখানো যেতে পারে (করা)। তারা অর্ধাংশ কি এক-চতুর্থাংশ হতে বড় না ছোট তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে (কথা বলা) এবং তারা অর্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ কিভাবে লিখতে হয় তা শিখবে (লেখা বা 'লিপিবদ্ধ করা')। কাজেই ফল বা সবজীর মত বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তেমনি দৈনন্দিন জীবনের কাজের সঙ্গে গণিতকে সম্পর্কিত করতে পারে।

গণিতকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিতকরণ:

গণিতকে ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করে আপনি শিক্ষার্থীদের সাধারণ থেকে জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দক্ষ করতে পারেন। গণিতকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগান, যেমন- বাড়ী থেকে স্কুল ও স্কুল থেকে বাড়ীতে যাওয়া আসার সময়ের হিসেব, একটি খেলার মাঠের জন্য কতটুকু জায়গা লাগতে পারে তার হিসেব, বাজার থেকে কেনা সবজীর দাম কত ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা হিসেব কষে বের করতে পারে। যেহেতু এ বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক তাই বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা এ সংক্রান্ত হিসেব নিকেশের মাধ্যমে গণিতের প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

সে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা লিখে এসব গাণিতিক সমাধানের মাধ্যমে গণিত এর ধারণা অর্জনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে। কাজেই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে মৌখিক বা লিখিত ভাবে ধাপ অনুযায়ী বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে বলুন। একইভাবে, অন্যান্য বিষয়েও, যখন শিক্ষার্থীরা কাজ করবে তখন তাদের পর্যবেক্ষণ করুন এবং তারা কিভাবে বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর পেল তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোন সমস্যা হলে ধৈর্য্য ধরুন এবং সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থী বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্নতর শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

যেসব শিক্ষার্থীদের প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিখতে অসুবিধা হয়, তাদের বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে গাণিতিক ধারণা দিতে পারেন। যাদের শিখন চাহিদা আলাদা এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আপনি বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে, মুখে বলে, ছবি দেখিয়ে এবং স্পর্শ করে শেখাতে পারেন। যাতে শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থী সমানভাবে গণিত শিখতে পারে।

কর্মতৎপরতা: গণিত ও সমাজ

আপনার সমাজের লোকজন কিভাবে গণিতের ব্যবহার করে তার একটি তালিকা তৈরী করুন। যেমন- আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের তাদের বাড়ীতে কতভাবে এবং কিভাবে গণিতের ব্যবহার হয়ে থাকে তার একটি বিবরণ তৈরী করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের চিন্তার খোরাক যোগাতে এ পদ্ধতিটি বেশ সহায়ক হবে। আপনি আপনার নিজের রুটিন দেখুন এবং গত এক সপ্তাহে আপনি যত ভাবে গণিতের ব্যবহার করেছেন তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

আপনার সমাজের সদস্যদের ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন যে সময় ও দূরত্বের হিসেব নিকেশের ওপর স্থানীয় কোন গল্প বা গাঁথা আছে কিনা। অথবা ছন্দমূলক সময় জ্ঞাপক কোন গান বা ছড়া নৃত্য থাকলে এগুলো আপনার গণিত বিষয়ক পাঠ পরিকল্পনায় রাখুন।

অঙ্কে স্থানীয় নাম ও স্থান উল্লেখ করুন যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে অংকের চরিত্র বেখাপ্পা মনে না হয়। যেমন- আদিবাসী এলাকার স্কুল সমূহে তাদের ভাষায় প্রচলিত নাম ও স্থান ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ- সন্ধ্যা মালো তার গ্রাম থেকে কলসী কাঁধে আধমাইল দূরের টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে। তার কলসীতে ৫ লিটার পানি ধরে। প্রতিদিন তার তিন কলসী পানির দরকার হয়। তবে সর্বমোট সন্ধ্যামালোকে প্রতিদিন কত মাইল হেঁটে কত লিটার পানি সংগ্রহ করতে হয় (এ জাতীয় উদাহরণ ব্যবহার করে আপনি অঙ্ককে শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ করাসহ একটি ছেলে/ মেয়ে তার পরিবারে ও সমাজের জন্য কি কি কাজ করে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার আয়োজন করতে পারেন।)

কর্মতৎপরতা: গণিত ও স্বাস্থ্য

অংকের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সচেতনতা লাভ করতে পারে।

- শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করতে পারে। এই পরিমাপ তারা গ্রাফ আকারে সংরক্ষণ করতে ও এটাকে হাল নাগাদ করে রাখতে পারে। তাদের শারিরীক গঠন সম্পর্কিত এ তথ্য ও উপাত্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীরা স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে পারে।[৭] এমন কি শিক্ষার্থীরা কে, কখন, কি টিকা নিয়েছে তারও একটি চার্ট শিক্ষার্থীরা সংরক্ষণ করতে পারে।

---

[7] for more information , see http://www.inmu.mahidol.ac.th/(CHILD)

- শ্রেণীকক্ষের বা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অসুস্থতার ওপর একটি জরীপ পরিচালনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা তাদের কোন সহপাঠীর কখন, কি রোগ বা অসুস্থতা যেমন-হাম, ম্যালেরিয়া, কৃমি বা অন্য কি শারিরীক সমস্যা হয়েছে তা রেকর্ড করে রাখতে পারে। সবার রোগ বা অসুস্থতাকে অনুপাত বা শতকরা হিসেবে দেখান যেতে পারে। এ রেকর্ড বা ফলাফল দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তায় স্কুলে রোগ প্রতিরোধক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারবে।

অভিব্যক্তির প্রতিফলন: আমি কিভাবে অঙ্ক শেখাতে পারি?

নিচের ছকটির শূন্য স্থান পূরণ করে আপনি দেখতে পারেন যে কতটুকু কার্যকর ভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের অঙ্ক শেখানঃ

পদ্ধতি/কাজ	আমি প্রায়ই করি	সব সময় করি না	আমার কি করা দরকার
শিক্ষার্থীদের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করি			
গণিতের সমস্যাকে/প্রশ্নকে স্বাস্থ্য বা সমাজ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করি			
শ্রেণীকক্ষে অঙ্ক শেখার কর্ণার চালু করে তা ব্যবহার করি			
জেন্ডার পক্ষপাত আছে কিনা তা দেখতে অঙ্কের ভাষা পরীক্ষা করি			

শিখন-বান্ধব বিজ্ঞান :

আমরা যখন বিজ্ঞান পড়ি, তখন বস্তু ও জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু-পরমাণু নিয়ে ভাবি, চিন্তা করি দূর মহাশূন্যের কথা। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা জানি যে এই অনু-পরমাণু, মহাশূন্য বাস্তব কিন্তু আমরা বা শিক্ষার্থীরা তা নিয়ে খুব কমই মাথা ঘামাই। সেজন্য বিজ্ঞানকে আরো বেশী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে যা কিছু বাস্তব (অর্থাৎ যা আমরা নিয়মিত চোখের সামনে দেখি, স্পর্শ করি বা গন্ধ পাই) এবং বিমূর্ত্ত (যেমন- অনু-পরমাণু গ্যালাক্সি) তার মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিজ্ঞানের বাস্তব উদাহরণের সঙ্গে শিশুরা যা প্রতিদিন দেখছে, করছে তার সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরী করে দিতে হবে।

তবেই তারা আরো ভাল যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করবে এবং সহজেই বিজ্ঞান এবং 'বাস্তব জীবন' নিয়ে কথা বলতে পারবে। সেসঙ্গে বিজ্ঞানের বিমূর্ত্ত ধারণা ও তত্ত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া ও আলাপ আলোচনা বৃদ্ধি পাবে।

গণিতের মতই, মূর্ত্ত উদাহরণ ও তৎপরতার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিখনকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। যেমন- গাছপালা ও প্রাণী, মানব দেহ, পানি ও ভূমি, প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট পরিবেশ, শব্দ ও সঙ্গীত, সৌর জগৎ ইত্যাদি। উপরন্তু শিশু শিক্ষার্থীদের গাছের ছবি এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখার মাধ্যমে উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তাদের ভাষা ও অংকন দক্ষতা বৃদ্ধির একটি সুন্দর উপায় হতে পারে। এছাড়াও তারা মানব দেহ বা মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংবা গ্রহ উপগ্রহের ছবি এঁকে এদের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে চিহ্নিত করতে পারে।

এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের অভিজ্ঞতাকে এসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করা। উদাহরণস্বরূপ, শব্দ ও সঙ্গীত বিষয়ে জানতে গিয়ে তারা বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করে শব্দের ওঠা নামা ও কম্পন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবে। সৌর জগৎ জানতে গিয়ে তারা চাঁদের বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে পারে অথবা রোদের আলোয় একটি লাঠির সাহায্যে ছায়া মেপে দিনের সময় নির্ধারণ করতে পারে।

তবে এসব মূর্ত্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ধারণায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা কৌতুহলের উত্তর পেতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করতে পারে।

আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের কি ভূমিকা তা শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে। যেমন-শিক্ষার্থীরা যখন কম্পোস্ট সার তৈরী করতে শেখে তখন তারা বিজ্ঞান জানার পাশাপাশি সমাজের এ সংক্রান্ত চাহিদা বা সমস্যাও সমাধান করে থাকে।

কাজেই শিক্ষক হিসেবে আমাদের বিজ্ঞানের নানা ধারণা ও তত্ত্ব জানতে হবে যাতে আমরা এগুলোকে সহজেই শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারি। যেমন- বিজ্ঞানে শ্রেণীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি জৈব ও অজৈব বস্তু সমূহের শ্রেণীকরণ দিয়ে শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে বাস্তব ধারণা দিতে পাথরের টুকরো এবং সবজী বেছে নিন।

অল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকরণ বোঝাতে নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পারেন:

ধাপ-১ ঃ আমি কী শ্রেণীকরণ করতে চাই?

ধাপ- ২ ঃ একই রকম কোন বস্তুকে আমি একটি নির্দিষ্ট গ্রুপে ফেলব?

ধাপ-৩ ঃ কিভাবে বা কোন দিক দিয়ে এ বস্তুসমূহ একই রকম হল?

ধাপ-৪ ঃ অন্য আর কি গ্রুপ আমি তৈরী করতে পারি?

ধাপ-৫ ঃ এখন কি সব কিছুই একটি গ্রুপে ফেলা যাবে?

ধাপ-৬ ঃ কোন গ্রুপকে বিভাজন কি ঠিক হবে? অথবা কিছু গ্রুপকে কি একটি গ্রুপে নিয়ে আসা যেতে পারে?

ধাপ-৭ ঃ আমি যেভাবে শ্রেণীকরণ করেছি তা'কি একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাতে পারি?

ভাববার এবং জানার অন্যান্য উপায়:

অনেক সমাজেই বা সংস্কৃতিতে, মানুষ প্রকৃতি এবং চারপাশের পৃথিবীকে জানতে নানা উপায় অবলম্বন করছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বাদেও তারা সামাজিক অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারছে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে যা শোনে বা শেখে তা থেকে স্কুলে শোনা যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বা শিখন আলাদা হতে পারে। যেমন- পৃথিবীর জন্ম রহস্য নিয়ে তারা বাড়ীর বড়দের কাছে যেভাবে শুনেছে তার সঙ্গে ক্লাশে শিক্ষক যা বলেছেন তার হয়তো কোনই মিল নেই। কিংবা সমাজে রোগ নিরাময়ে বিশেষ কোন লতা গুল্মের কার্যকারিতা নিয়ে যে ধারণা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া তথ্যের কোন মিল নাও থাকতে পারে। তারপরও সমাজের প্রচলিত ধারণা বা শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে যেতে পারে।

একীভূত শিখনের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধারণা ও নানা ধরনের শিক্ষার্থী ও তাদের শিখনের ধরনকে একসঙ্গ ধারণ করা। শিক্ষার্থীরা যেকোন বিষয় বা ঘটনা তাদের মত করে ব্যাখ্যা করতে পারবে,আর তা প্রশ্ন বিদ্ধ না করে সহজভাবে গ্রহণ করার মত মানসিকতা শিক্ষক হিসেবে আমাদের অর্জন করতে হবে। শিশু শিক্ষার্থীরা নানা গল্প, প্রবচন ইত্যাদি জেনে থাকতে পারে। আমরা শিক্ষক হিসেবে তাদের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করব, পাশাপাশি, বিজ্ঞান যে জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা তা শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সচেষ্ট হব।

কর্মতৎপরতা: বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবন

বিজ্ঞান আমাদের বেঁচে থাকতে কিভাবে সহায়তা করে তার কিছু উদাহরণ চিহ্নিত করুন। যেমন- পানির অপর নাম জীবন, মানুষ ও প্রাণীর জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পানিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জন এবং পানির সাথে গণিত, ভাষা, সমাজজীবনের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। যখন পানিকে ফোটানো হয় তখন এর মধ্যে থাকা অদৃশ্য অনু-জীবগুলো মরে যায়। এসমস্ত অনুজীবের কথা বিজ্ঞানীরা আবিস্কারের আগে মানুষ জানতই না। আমরা কূপ থেকে পানি তুলতে হাত-পাম্প ব্যবহার করি। যা খুব সহজেই চালানো যায়। যখন মেঘ জমে, বিদ্যুৎ চমকায় এবং বৃষ্টি পড়ে তখন আমরা প্রকৃতির শক্তি অনুভব করি।

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে এমন একটি নতুন পাঠ প্রণয়ন করুন।

- আপনার শিক্ষার্থীদের শেখাতে আপনি কি সম্পদ ব্যবহার করবেন?
- শিক্ষার্থীদের কি নিজ থেকেই প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন? যেমন-তারা নিজেরাই প্রশ্ন তৈরী করে বলতে পারে, সকাল ৯টায় লাঠির ছায়া যে জায়গায় থাকবে তা দিনের মধ্যভাগে কতটুকু হবে?
- প্রশ্নের উত্তর পেতে তারা কি ধরনের পরীক্ষা চালাতে পারে?
- কি ধরনের তথ্য রিসোর্স যেমন-পাঠ্যপুস্তক তারা ব্যবহার করবে?
- আপনি তাদের কোন বিষয়/কাজ সম্পর্কে ধারণায়ন কিভাবে যাচাই করবেন?

বিষয়	ব্যবহারিক পরীক্ষা	ব্যবহৃত স্থানীয় উপকরণ	দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক	যাচাই পদ্ধতি

পাঠ পরিকল্পনা তৈরী ও শেখানো:

ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষণ এমন ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী নিরাপদে শিখনে অংশ নিতে পারে। এছাড়াও আপনার বিজ্ঞান পাঠক্রমে শেখানোর জন্য এমন কিছু বিষয় নির্বাচন করুন যা শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীরা কিভাবে শিখনে অংশ নেবে তা মাথায় রাখতে হবে। সাধারণতঃ এটি নির্ভর করে কি শিখন পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করি তার ওপর। কার্যকর শিখন পদ্ধতির একটি উদাহরণ হল- Think, Ink, Pair, Share । শিক্ষণের এ পদ্ধতি সব ধরনের শিক্ষার্থী বিশেষতঃ যারা ভীতু বা লাজুক প্রকৃতির এবং যারা নিজেদেরকে পিছিয়ে পড়া ভাবে তাদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

- কোন বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা জানাতে শিক্ষার্থীদের মুক্ত প্রশ্ন করুন।
- উত্তরের জন্য তাদের চিন্তা করতে (Think) বলুন।
- তাদের উত্তরটি লিখে ফেলতে (Ink) বলুন (নিজ নিজ স্লেটের ওপর)
- তাদের ধারণাটি সঙ্গীর (pair) সঙ্গে বিনিময় করতে বলুন।
- তাদের আলোচনার ফলাফল ক্লাসের সবার সামনে উপস্থাপনের জন্য (Share) শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ভলান্টিয়ার (মেয়ে ও ছেলে) নির্বাচন করুন।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাসের সব শিক্ষার্থী তাদের উত্তর তৈরী করার সুন্দর সুযোগ পাবে এবং তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারবে। যা খুব জরুরী। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমার ক্লাসে এমন কোন শিক্ষার্থী রয়েছে যে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে।

সবার আগে হাত তোলে? এক্ষেত্রে সমস্যা হল, যখন কেউ উত্তর দেয়ার জন্য হাত তোলে তখন অন্যান্যদের উত্তর নিয়ে চিন্তা করার প্রক্রিয়া থেমে যায়। তাই উত্তরের জন্য তাদের বেশী সময় দিতে হবে। কেউ কেউ ভাবতে পারে অন্যরাই তাদের উত্তর দিয়ে দিবে তাদের নিজেদের উত্তর দেওযার দরকার নেই। উপরন্ত কোন কোন শিক্ষার্থী বিশেষতঃ যাদের মাতৃভাষা ভিন্ন তারা উত্তর দিতে লজ্জাবোধ করতে পারে। আবার হতে পারে, শিক্ষকের মধ্যে শুধুমাত্র ছেলেদেরকেই প্রশ্ন করার প্রবণতার কারণে মেয়েরা উপেক্ষিত হচ্ছে। (কোন কোন শিক্ষক হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছেলেদেরকেই বিজ্ঞান বা গণিত বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন।) কিন্তু বাস্তবতা হল, মেয়ে ও ছেলে উভয়কেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমান সুযোগ দিতে হবে যাতে উভয়েই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। ওপরে বর্ণিত জুটির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সঠিক বাচনিক পদ্ধতির প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারে এবং নিজ নিজ মতামত তার সঙ্গীর সঙ্গে বিনিময় করতে পারে। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আপনার বা সহপাঠীদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তাকে উৎসাহিত করে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনকে সম্পর্কিতকরণ:

এ সম্পর্ক শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আমাদের পাঠ পরিকল্পনায় এবং শ্রেণীকক্ষকে সংগঠিত করতে সহায়তা করে। সম্পর্কিত করার কাজটি শুরু করার একটি ভাল উপায় হল শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যেই যা যা জানে তা 'KWLH' পদ্ধতির সাহায্যে জেনে নেওয়া।

K	W	L	H

K- অর্থাৎ শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে যা জানে Know তা মনে করতে তাদের সাহায্য করা

W- অর্থাৎ শিক্ষার্থী যা জানতে চায় (Want)তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা।

L- অর্থাৎ শিক্ষার্থী কোন কিছু পড়ে বা কোন কাজ করতে গিয়ে কি শিখেছে (Learned) তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা।

H- অর্থাৎ শিক্ষার্থী আরো কিভাবে(How)বেশী জানবে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা।
(শিক্ষার্থীকে বেশী প্রশ্ন করে বা তাকে কোন বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের উৎস জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে)

শিখন বান্ধব ভাষা দক্ষতা ঃ

সকল বিষয় সম্পর্কে ভাল ধারণা পেতে শিক্ষার্থীর ভাষার ওপর দখল থাকা চাই। অর্থপূর্ণ শিখন তখনই সম্ভব যখন শিখনের মাধ্যম অর্থপূর্ণ হয়। মাঝে মাঝে ক্লাসে বাড়ীর ভাষা (আঞ্চলিক) ব্যবহার করতে হতে পারে যাতে শিক্ষার্থী তার মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারে, সব তথ্য আহরণ করতে পারে, সবার সঙ্গে সাবলীল ভাবে যোগাযোগ করতে পারে এবং সর্বোপরি অর্থপূর্ণ উপায়ে বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পেতে পারে। শিশু শিক্ষার্থী যাতে ভাষার ওপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্যে কথা বলা, শোনা, পড়া এবং তাদের লেখার দক্ষতাকে একসঙ্গে সমানভাবে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি দুটি কাজ করতে পারেন।

- শিক্ষার্থীদের জন্য শোনা এবং পড়া এই উভয় সুযোগই তৈরী করে দিতে হবে কেননা এই উভয় মাধ্যমেই শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারে।

- জুটি বা ছোট দলে শিক্ষার্থীকে কাজ করতে দিতে হবে কেননা এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শোনা ও নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের বলুন ছোট ছোট নাটিকা তৈরী করতে। নাটিকায় অভিনয় করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশে যেমন দক্ষতা অর্জন করবে তেমনি কোন ঘটনার ক্রম অর্থাৎ কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা হতে পারে সে সংক্রান্ত কারিগরি দিক জানতে পারবে।

আপনি শিক্ষার্থীদের জন্য গল্প পাঠের আসরের আয়োজন করতে পারেন। অথবা শ্রেণীকক্ষে সমাজের কোন অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিকে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বা এলাকার ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তার কথা শুনবে। তবে ক্লাসে ডেকে নিয়ে এলে তাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য বলতে ভুলবেন না। নানা ভাবে ক্লাসের মেয়ে ও ছেলেদের সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করুন। আমন্ত্রিত অতিথিকে কে স্বাগত জানাবে? কিভাবে স্বাগত জানানো হবে (যাকে কেউ চেনে না)? একজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয? তিনি কোথায় বসবেন? আমন্ত্রিত অতিথিকে আমরা কিভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে আগে থেকে ধারণা দিবেন। এভাবে আমরা তাদের যোগাযোগ ও সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে পারি।

শেখানোর পদ্ধতি:

বাবা মায়েরা অনেক সময় অভিযোগ করেন যে তাদের সন্তান পড়তে চায় না। বাবা মা'র এই ধারণা অনেক সময় সন্তানদেরও প্রভাবিত করে। ফলে পড়ার কাজটি আনন্দের বদলে শিক্ষার্থীর জন্য শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়। এটা সত্যি যে পঠন পাঠন বিষয়টি খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার বেশ কিছু উপায় রয়েছে। এর মধ্যে দুটি পদ্ধতি বেশী কার্যকরঃ

- ধ্বনি (phonics) পদ্ধতি
- সার্বিক ভাষা (Whole language) পদ্ধতি

ধ্বনি- পদ্ধতি, একটি লিখিত শব্দকে শব্দাংশে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই লিখিত অক্ষরকে তার উচ্চারণগত ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে শব্দ বানানো হয়।

সার্বিক ভাষা পদ্ধতি, পুরো শব্দ এবং সাধারণতঃ শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয় ও বলা হয়ে থাকে তার মাঝামাঝি একটি অর্থ করা হয় যাকে একটি ছোট বাক্যাংশের এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন- "একটি নীল বল----------" ।

যেহেতু বিভিন্ন শিখন পটভূমি ও চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে পড়তে শেখে সেজন্য উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা কে কিভাবে পড়বে তা শেখাতে হলেঃ

- নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- শব্দের অর্থ করার দক্ষতা অর্জন করতে দিন।
- মনে রাখবেন পাঠক কিভাবে পড়তে হয় তা পাঠক জানতে চায় কেননা সে যোগাযোগ করতে চায়।
- সবসময়ই পঠন পাঠন নির্ভর করে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশের ওপর। এ পরিবেশে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতি তথা যে ভাষায় তারা পড়ছে তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।
- প্রতিদিন ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের কোন কিছু পড়ে শোনান। এমনভাবে পাঠ করুন যাতে তারা পড়া থেকে আনন্দ ও জ্ঞান দুটোই লাভ করতে পারে এবং আপনি তাদের জন্য পড়ে আনন্দ পাচ্ছেন সেটাও তাদেরকে বুঝতে দিন।

পড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করার আরো উপায়:

শিশুদের পড়ার উপযোগী পর্যাপ্ত বই পুস্তক থাকা প্রয়োজন। যদি তেমন কোন বই পুস্তক হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আপনি নিজেই তাদের জন্য বই তৈরী করুন যাতে মজার মজার স্থানীয় গল্প বা লোকগাঁথা থাকবে। আপনি শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য ' বিগ-বুক' তৈরী করে তা তাদেরকে পড়ে শোনাতে পারেন (বুকলেট-৫)। এছাড়াও অন্যান্য উপায়গুলো হচ্ছে:

- ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের চারপাশের নানা ঘটনার কথা, তাদের দেখা পরিবেশ বা তাদের পারিবারিক কোন মজার ঘটনা বর্ণনা করতে বলুন। এর মাধ্যমে তারা ঘটনা কিভাবে একের পর এক সাজাতে হয়, সময় ও শ্রোতাদের সাড়া বুঝে কিভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে হয় সে বিষয়ে বুঝতে পারে। তার যদি লিখতে অসুবিধা হয় তবে তার বাবা মা কিংবা বড় কোন শিক্ষার্থী সে যখন গল্প বা ঘটনা বলতে থাকবে তখন সেটা লিখে ফেলবে। পরে শিক্ষার্থী নিজের বর্ণিত ঘটনাকে ছবি এঁকে চিত্রায়িত করতে পারে।

- ক্লাসে একটি পড়ালেখা'র পরিবেশ সৃষ্টি করুন। যেমন- দেয়ালে বা বেড়ার গায়ে বর্ণমালা, ছবি, শব্দ তালিকা বা নানা তথ্য ঝুলিয়ে রাখুন। এগুলো পঠিত গল্প, বর্ণিত ঘটনা, আপনার পাঠ বা নানা বই পুস্তক থেকে সংগৃহীত হতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক জিনিষ ঘরের চারদিকে ঝুলিয়ে দিন এবং এগুলোর ওপর নাম লিখে দিন। ভাষার ব্যবহার শৈলী ও প্রকাশ ভঙ্গি বোঝাতে খবরের কাগজের আকর্ষণীয় শিরোনাম, ছবি ইত্যাদি দেয়ালে প্রদর্শন করুন।

- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ভাষা অনুশীলন করতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ে গাছপালা বা পানির উৎস বিষয়ে তারা বর্ণনামূলক রচনা লিখতে পারে। এ ছাড়াও তাদেরকে বলুন গাণিতিক সমস্যা তৈরী করে তা লিখে ফেলতে কিংবা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হল সে সম্পর্কে কোন লেখা তৈরী করতে।

- বড় শিক্ষার্থীদের ছোট দলে আলোচনা করতে উৎসাহিত ও গাইড করুন। অথবা তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় (আঞ্চলিক) গল্প সমূহকে বা নিজেদের কোন অভিজ্ঞতাকে নাটকে রূপান্তর করে অভিনয় করতে পারে। হতে পারে কোন শিক্ষার্থী ভয় ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়েছে। তার অবস্থা ও এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীরা অভিনয় করতে পারে।

- ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকে লেখার সমান সুযোগ দিন। যাতে তারা তাদের লেখা অন্য সবাইকে জোরে জোরে পড়ে শোনায় এবং লেখা নিয়ে আলোচনা করে। যেকোন লেখকই তার লেখা অন্যকে শুনিয়ে উপকৃত হতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জুটিতে বসে লেখালেখি করার কাজ দিন। এর ফলে তারা আলোচনা করে লেখায় ভাল ও সঠিক শব্দ প্রয়োগ করা শিখবে। সেসঙ্গে, জুটি সম্পাদক'দের দলে লেখাটি পড়ে তারা তাদের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা শুনে সে অনুযায়ী উপস্থাপিত লেখায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা শিখবে।

লেখা শেখানোর কিছু পরামর্শ:

শিক্ষার্থীদের লেখা শেখানো বেশ জরুরী। কিঞ্চিৎ কঠিনও বটে। তাই তাদেরকে প্রায়ই লেখা এবং সেসঙ্গে পরিমার্জন করার সুযোগ দিলে তারা সফলভাবে লেখায় সক্ষম হয়ে উঠবে। তাদের লেখা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। তরুন শিক্ষার্থী মেয়ে ও ছেলেরা যেসব বিষয় তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমন বিষয় নিয়ে লিখতে পারে। হতে পারে তাদের পারিবারিক কোন ঘটনা, কমিউনিটির বিশেষ কোন দিন, সমাজ বা তাদের গ্রামের বিবরণ- এরকম নানা বিষয়।

তবে শিক্ষার্থীদের লেখার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার জন্য লেখা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত, শিক্ষকের জন্য লিখে। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা অনেকের জন্য লিখি। লেখার উদ্দেশ্য এবং কার জন্য লেখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে আমাদেরকে লেখার কৌশল ও ধরণ পরিবর্তন করতে হয়। যেমন- একটি চিঠি, একটি নোট, পোস্টার, ছোটদের জন্য গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়। এখানে লেখার কিছু পরামর্শ দেয়া হলঃ

- শিক্ষার্থীদের ভুল হলো কিনা তা মাথায় না রেখে তাদের ইচ্ছে মত লিখতে উৎসাহিত করুন। যেসব শিশু শিক্ষার্থী সবে মাত্র ভাষা শিখছে তারা কাল্পনিক শব্দ বা যতি চিহ্ন ব্যবহার করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ প্রয়োগে লিখতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। সবে যারা লিখতে শিখেছে তারা ভুল করবেই। শিশুটি কোন কিছু শুধুমাত্র 'শুনে' বা শব্দটি যেমন হবে তা ভেবে লিখতে পারে। তাদেরকে স্ব-স্ব কৌশলে নিয়ে প্রথম অবস্থায় লিখতে দিন। একই সঙ্গে তাদের দেখিয়ে দিন যে কিভাবে মনে রাখতে হবে এবং একটু বড় হয়ে যখন কিছুটা লেখালেখি করা শিখবে তখন শিখিয়ে দিন কিভাবে সঠিক শব্দ নির্বাচন করতে ডিকশনারী ব্যবহার করতে হয়।

- শব্দ ও ছবি থেকে (যেমন-'বাড়ী বা বল'-এর ছবি) অথবা কোন বাক্য থেকে (যেমন হলুদ বাড়ী, লাল বল) শিক্ষার্থী শব্দ শিখতে পারে।

- আপনি শিশু শিক্ষার্থীদের নানা ভাবে শুদ্ধ ভাবে বানান করা শেখাতে পারেন। যেমন- উঁচু স্বরে বানান করে পড়া। বানান করে খেলা, বা শব্দ ধাঁধাঁ পাঠ করা। যখন শিশু শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ বানান ও যতিচিহ্ন নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় তখন তাদের ভাষা চর্চার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। তাদেরকে বানান শুদ্ধ করে দেয়ার চেয়ে আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং তাদের লিখতে গিয়ে কি সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করুন।

সে অনুযায়ী আপনি তাদের কোন দুর্বল দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারেন। যেমন- তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন কিভাবে সঠিক ও কার্যকর ভাবে বিশেষণ প্রয়োগ করা যায়। দুটো বিষয়ের মধ্যে তুলনা (ধহধষড়মু) করা যায় ইত্যাদি। কোন লেখার লক্ষ হচ্ছে কোন বিষয় বা ধারণা অপরকে জানানো যা সে সহজভাবে বুঝতে পারবে। সেজন্য অর্থপূর্ণ যোগাযোগের জন্য শিক্ষককে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- শিশু শিক্ষার্থী মুখে মুখে তার গল্প বলতে থাকবে এবং কোন একজন (হতে পারেন আপনি, অন্য কোন শিক্ষক, বড় কোন শিক্ষার্থী) ঝটপট তার বর্ণিত গল্প বা ঘটনাটি লিখে নিবে। (শিক্ষার্থীকে আগেই বলে দিতে হবে সে যেন খুব ধীরে ধীরে গল্পটি বলে)। এরপর সে তার গল্পটিকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকবে। এ অনুশীলন শিক্ষার্থীর বলা ও লেখার মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরী করে দিবে। সেসঙ্গে যারা দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী তাদের সমস্যা বুঝতে সহায়তা করবে।

- শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতা যেমন- নানীর বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া অথবা নৌকা ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে লিখতে পারে। যেসব বিষয়ে তাদের ভাল ধারণা রয়েছে শুধুমাত্র সেসব বিষয়ে তারা ভাল লিখতে পারে।

- লেখার জন্য সংক্ষিপ্ত সময় দিন। বিশেষতঃ যেসব শিশু শিক্ষার্থীর বয়স ৮ বা ৯-এর নিচে তারা দীর্ঘক্ষণ পেন্সিল বা চক আঁকড়ে ধরে বা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। কাজেই দীর্ঘক্ষণ ধরে লেখার চেয়ে স্বল্প সময়ের জন্য লেখার অনুশীলন বেশী কার্যকর।

- শিশু শিক্ষার্থীদের ডায়েরী বা খাতায় তাদের ছোট ছোট অভিজ্ঞতাগুলো টুকে রাখতে উৎসাহিত করুন। ডায়েরী লেখার ফলে তারা তাদের চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে প্রকাশ করা শিখবে।

- শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব লেখা পরিমার্জনের সুযোগ দিন। পেশাদার লেখকরা তাদের ৮৫ ভাগ সময়ই তাদের লেখার প্রথম খসড়াটি পরিমার্জনের জন্য ব্যয় করে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্ত মনে ও নিজস্ব শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করে লিখে সে বিষয়ে নজর দিন। লেখার সময় তাদেরকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বলবেন। বিশেষত ৮ বা ৯ বছরের ওপরের শিক্ষার্থী যারা ইতোমধ্যে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা অর্জন করেছে তাদের ধারণা ও লেখার ক্রম বা সিকোয়েন্স-এর ওপর আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন। তাদেরকে ডিকশনারী ব্যবহার শিখিয়ে দিন যাতে শুদ্ধ বানান শিখতে ও প্রয়োগ করতে পারে।

- লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সৃষ্টিশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করুন। যখন বড় শিক্ষার্থীরা একটি গাণিতিক বা বিজ্ঞানের কোন সমস্যা সমাধান নিয়ে কিংবা আবহাওয়া কিভাবে তার পরিবারের জীবনকে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে লিখে তখন সে লেখাকে তার মনের ভাব প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর টুল্ হিসেবে বিবেচনা করেই লিখে।

- নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখতে সবাই ভালবাসে। তাই সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে কোন 'পুস্তিকা' প্রকাশ করুন বা তাদের লেখা স্কুল বার্ষিকীতে অন্তর্ভুক্ত করুন কিংবা দেয়াল পত্রিকায় লিখে তা সবার পড়ার জন্য টাঙ্গিয়ে দিন। শিক্ষার্থীর লেখা যাতে তার বাবা মা অভিভাবক, সমাজের লোকজন, বন্ধু বান্ধব পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করে দিন। শিক্ষার্থীরা যখন সমাজের কোন নেতা বা কোন পরিদর্শকের উদ্দেশ্যে কোন চিঠি বা আবেদন পত্র লিখে তখন সে জরুরী, কিছু উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে তার মতামত ব্যক্ত করে অথবা শুধুমাত্র তার পরিদর্শনকে স্বাগত জানিয়ে লিখে। এর মাধ্যমেও তারা লেখা শিখতে পারে।

অভিব্যক্তির প্রতিফলন: ভাষাকে অর্থপূর্ণ উপায়ে শেখানো:

আপনি বর্তমানে যেভাবে শেখাবেন তা নিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে চিন্তা করুন।

- আপনার ভাষা প্রয়োগের কোন পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের কাছে কম আকর্ষণীয়? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কি?
- আপনি কি আপনার শিক্ষার্থীদের জুটিতে এবং অন্ততঃ চারটি দলে একত্রে বসে কথা বলার সুযোগ দেন?
- আপনি কিভাবে শিখনকে এবং ভাষার ব্যবহারকে আরো বেশী চিত্তাকর্ষক, প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ করবেন?

'ওয়ার্কিং ফর বেটার লাইফ (ডইখ)' নামের দেশীয় একটি এনজিও শিক্ষার্থীদের কাছে যে বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর বিতর্কের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গঠনমূলক উপায়ে বিতর্ক করতে শেখে; বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়; বিষয় ভিত্তিক লেখা লেখে, আঁকে ও পোস্টার তৈরী করে। এমনকি শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিষয় ভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করে। মাঝে মাঝে অভিভাবক বাবা মা বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। কখনো শিক্ষকবৃন্দ বা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও তাদের মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করে। এভাবে, একদল শিক্ষার্থী স্কুলে এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের ধুমপান বন্ধ করতেও সমর্থ হয়েছিল।[৮]

---

[8] Based on article in http://www.workingforbetterlife.org/index.htm

টুল ৪.৪
আমরা কি শিখেছি ?

শিখন এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা

- সব শিশুই শিখতে পারে তবে তারা বিভিন্ন উপায়ে ও গতিতে শেখে।
- শিক্ষক হিসেবে, আমাদের শিক্ষার্থীদের শিখনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সুযোগ ও অভিজ্ঞতা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- শিশু তার জানা বিষয়ের সঙ্গে আহরিত নতুন তথ্যের সংযোগ ঘটিয়ে শেখে। একে বলে মানসিক নির্মাণ।
- আমাদের শিক্ষার্থীদের বাবা-মা-অভিভাবক ও পরিচর্যাকারীদের যথাযথভাবে সহায়তা করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুলের শিখনকে বাড়ীতে এবং আবার বাড়ীর শিখনকে স্কুলে বা ক্লাসের কাজে লাগাতে পারে।
- একত্রে বসে কথা বলা ও প্রশ্ন করা (সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া) শিখনকে সুসংহত করে। যে কারণে, সঠিক ভাবে সংগঠিত করা গেলে, জুটিতে ও ছোট দলে কাজ শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিশুরা কিভাবে ভাল শিখতে পারে তা জানা ছাড়াও আমরা শিখনের ক্ষেত্রে তাদের নানা প্রতিবন্ধকতার কথা জেনেছি। এদের মধ্যে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো শিক্ষার্থীর স্বল্প আত্ম-মর্যাদা বোধ। এই বোধের ঘাটতি শিক্ষার্থীর শিখন ইচ্ছাকে কমিয়ে দেয় এবং তার পরিজ্ঞান ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। একটি ভাল শিখন পরিবেশই শিক্ষার্থীর আত্ম-মর্যাদার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিশুর সফলতাকে প্রশংসা করা হয়। তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক ও বন্ধুসুলভ কাজকে উৎসাহিত করা হয়। যেখানে শিশু নির্ভয়ে সবার সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে শিখন কাজে অংশ নিতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে ভিন্নতা নিয়ে কাজ করা

এই বুকলেটে আপনি যা শেখান (বিষয় বস্তু) যেভাবে শেখান এবং যেভাবে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালভাবে শেখে (প্রক্রিয়া) এবং যে পরিবেশে তারা থাকে তার নিরিখে কিভাবে পাঠক্রমকে সবার জন্য প্রাসঙ্গিক ও অভিগম্য করে তোলা যায় সে কৌশলের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সে সঙ্গে আমরা শিক্ষার্থীদের শিখনের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা এবং শিক্ষার্থীকে নিপীড়ণ গ্রহ বা 'বুলিং' করার মত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। পাঠ পরিকল্পনার সময় এজন্য তিনটি দিকের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। **বিষয় বস্তু, প্রক্রিয়া** (যেমন- শিখন পদ্ধতি) এবং **পরিবেশ**।
আমাদের মনে রাখতে হবে যে:

- যেকোন ধরনের **ভয়ভীতি** (শিক্ষক, বাবা মা, বা অন্য কোন শিক্ষার্থী কর্তৃক) শিশুর শিখনকে বাধাগ্রস্থ করে।

- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ধর্মীয়, সামাজিক, শ্রেণীগত যেকোন বৈষম্য ভয়ভীতি প্রদর্শনকে উসকিয়ে দিতে পারে।

- পর্যবেক্ষণ করতে পারা একজন শিক্ষকের বিশেষ গুণ; তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের সময় বা খেলার সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন যে শিক্ষার্থীর সামাজিক সম্পর্কায়নে কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা যা তার শিখনকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

- লঞ্চনা বা নিপীড়ণমূলক কোন ঘটনার পর শিক্ষক **স্ব-প্রণোদিত** হয়ে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধ করার উদ্যোগ নেবেন। তবে কোন অবস্থাতেই নিজে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন না।

কুসংস্কার ও বৈষম্য- শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। আমাদের পাঠক্রম ও শিখন উপকরণে অনিচ্ছকৃতভাবে এ দুটো বিষয় প্রতিফলিত হতে পারে। বিশেষতঃ মেয়ে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি ঘটতে পারে।

পাঠ্য পুস্তকে এ ধরনের কোন পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য একটি চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। আপনি আপনার পাঠ্যপুস্তক বা শিখন উপকরণে এ ধরনের কোন বৈষম্য বা পক্ষপাত রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করেছেন? এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে আপনি কি করবেন? যেসব শিক্ষার্থীর শিখন-প্রতিবন্ধতা রয়েছে তাদের জন্য একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেখানে তারা শিখবে কিভাবে নিজেদের সাহায্য করতে হয়। আপনি কি এ ধরনের শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সচেতন? আপনি তাদের সাহায্য করার জন্য কি পদক্ষেপ নিতে পারেন? এ ধরনের শিক্ষার্থীদের কারো কারোর অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। তবে একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশের লক্ষই হচ্ছে এমন একটি শিখন পরিবেশ তৈরী করা যেখানে কারোর সাহায্য ছাড়াই শিখন কাজে সব ধরনের শিক্ষার্থী সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন যৌন রোগ বিশেষতঃ এখন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে যার ফলে তারা সমাজে নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ রোগের সংক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি এ বিপদজনক রোগটির ব্যাপারে কতটুকু জানেন? এ রকম একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আপনি কি আপনার সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে কখনো আলাপ আলোচনা করেছেন?

সবার জন্য শিখনকে অর্থপূর্ণ করা

এই বুকলেটের প্রধান লক্ষ্য ছিল কিভাবে সব শিক্ষার্থীর জন্য শিখনকে অর্থপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা। বিষয়টি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, শিখন অর্থপূর্ণ, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে শিশু স্কুলে আসতে চাইবে। শেখার আগ্রহ বাড়বে।
এজন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমে এবং আপনি যা শেখাচ্ছেন তাতে স্থানীয় বিষয়, সমস্যা ও সম্ভাবনা এর সবকিছুর প্রতিফলন থাকতে হবে। শিশু ও তার বাবা মা যেসব বিষয় ইতোমধ্যে জানে তা শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা জুটিতে বা দলে মিলে তার চারপাশের পরিবেশটাকে দেখবে এবং সেখান থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে। এটিও অর্থপূর্ণ শিখন বা কাজ।

শিখনকে অধিকতর অর্থপূর্ণ করতে জাতীয় শিক্ষাক্রমকে প্রয়োজনে স্থানীয় সমাজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চাহিদার সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত করতে হবে। স্থানীয় সব শিক্ষক মিলে এ কাজটি করা সম্ভব। আপনি কি পাঠ্য পুস্তকে দেয়া উদাহরণ বা ঘটনাকে স্থানীয় সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অভিযোজন করতে সক্ষম? একটি স্কুলের মূল বিষয় হচ্ছে গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষা। আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের খেলাচ্ছলে এ বিষয়গুলো শেখাতে পারেন। যাতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। গণিত ও ভাষার খেলা যেমনই মজার তেমনি অর্থপূর্ণ। আপনি অন্যান্য শিক্ষক ও বাবা মা অভিভাবকদের সঙ্গে বসে শ্রেণীকক্ষের জন্য কিছু খেলা তৈরী করতে পারেন।

ব্যবহারিক উপকরণ ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে **গণিত শেখাকে** অর্থপূর্ণ করে তোলা সম্ভব। যেমন-স্কুলে, বাড়ীতে বাজারে যেকোন হিসেব নিকেশ বা কোন কিছু পরিমাপ সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান।

বিজ্ঞানে, মূর্ত উদাহরণ বা অভিজ্ঞতা শিশুদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা বুঝতে সাহায্য করে। এজন্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বাড়াতে অনুশীলন করতে হবে। তাদের নানা কৌতুহল মেটাতে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং প্রশ্ন করা শিখবে। বিজ্ঞান তাদের সমাজে কি ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা ধারণা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে।

আপনি কি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তক থেকে যে কোন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়ার চেয়ে বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধান করে কোন কিছু শেখাকে উৎসাহিত করেন?

আমরা শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে এই বুকলেটে আলোচনা করেছি। যেমন- করা, কথা বলা, এবং রেকর্ড রাখা এবং 'চিন্তা করা' (think), 'লেখা' (ink), 'জুটিতে কাজ করা' (pair) এবং 'বিনিময় করা' (Share)-পদ্ধতি। এ পদ্ধতিসমূহ শিক্ষার্থীকে একত্রে তাদের ধারণা বাস্তবায়নে, বোঝাপড়া বাড়াতে এবং শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আপনি কি বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাসে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন? শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গাণিতিক ধারণা অর্জনে আপনার শ্রেণীকক্ষে কি ব্যবহারিক উপকরণ রয়েছে?

ভাষা শুধুমাত্র একটি বিষয়ই নয়; এটি শিক্ষার্থীদের এক ধরনের দক্ষতা যার মাধ্যমে তারা শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করতে পারে এবং গঠনমূলক উপায়ে চিন্তা করতে ও শিখতে সক্ষম হয়। যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের কথা বলা, শোনা, পড়া ও লেখার দক্ষতা ব্যবহার করা জানতে হয়। সব বিষয়েই এ ধরনের দক্ষতা থাকা অত্যাবশ্যক।

আপনি বিজ্ঞান বা গণিতের মত বিষয়ে ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে ভাষা শিখনকে আরো বেশী অর্থপূর্ণ করতে সক্ষম?

আপনি কোথা থেকে আরো বেশী জানতে পারবেন:

একীভূত শ্রেণীকক্ষ তৈরীতে নিচের ওয়েবসাইট ও প্রকাশনাসমূহ বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রকাশনা

Bailey D, Haws H and Bonati B, (1994) Child to child ; A Resoure book, Part – 2: the Child to Child to Child Activity Sheets, London; The Child –to-child trust, (এটি শিশুর বৃদ্ধি, পুষ্টি, ব্যক্তিগত ও কমিউনিটির পরিস্কার-পরিছন্নতা, নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা, রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ জীবন যাপন ও সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের সমস্যা বোঝাতে শিশুদের জন্য নানা ধরনের তৎপরতার একটি চমৎকার রিসোর্স বই)।

Council on International Books for children. (1980) guidelines for Selecting Bias-free Textbooks and Storybooks. New York.

O'Gara, C and Kendall N. (1996) Beyond Enrollment: A Handbook for Improving Girls' Experiences in Primary Classrooms. Washington, DC: Creative Associates International, Inc. for the ABEL 2 Project,US Agency for International Development.

Seel A and Power L. (2003) Active Learning: A self-Training Module. Save the Children UK, London.

Sharp S and Smith PK (eds.) (1994) Tackling Bullying in Your School: A Practical Handbook for Teachers. Routledge.

Swanson HL. (1999) Instructional components that predict treatment outcomes for students with learning disabilities: Support for a combined strategy and direct instruction model. Learning Disabilities Research and Practice, 14(3), 129-140.

UNESCO. Guides for Special Education .Paris.

UNESCO (1993) Teacher Education Resource Pack: Special Needs in the Classroom. Paris.

UNESCO (2001) Understanding and Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms: A guide for Teachers. Paris.

UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education (2003) Gender in Education Network in Asia (GENIA) A Toolkit for Promoting Gender Equality in Education. Bangkok.

ওয়েবসাইট

Bullying. No Way!
http://www.bullyingnoway.com.au

BULLYING-the no-blame approach.
http://www.luckyduck.co.uk/approach/NoBlame-How ItWorks.pdf

Bullying and gender.
http://www.bullyingnoway.com.au/issues/gender.html

Countering discrimination.
http://www.esrnational .org/sp/we/end/
stereotypes.htm#prejudicesituations

Diversity and disability. Inclusive Education Training
inCambodia.http://www.eenet.org.uk/key_issues/teached/Cambodia_
contents.shtml

Gender in Education Network in Asia (GENIA) A Toolkit for Promoting Gender Equality in Education
http://www.unescobkk k.org/gender/gender/genianetwork.htm#toolkit

Meaningful, engaged learning.
http://www.ncrel.org/sdrs/engaged.htm

Multiple intelligences. Pathways to learning.
http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligence.htm.
http://www.educationalvoyage.com/multiintell.html

Partnership on Sustainable Strategies for Girls' Education.
http://www.girlseducation.org

UNICEF Teachers Talking about Learning.
http://www.unicef.org/teachers

Working for Better Life.
http://www.workingforbetterlife.org/index.htm